শিবার্জ্জুন

(পৌরাণিক নাটক

মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত।

প্রথম অভিনয়—১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৩৫ সাল।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা বি-এ প্রণীত

প্রাপ্তিস্থান —

মিনার্ভা থিয়েটার ও প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

মূল্য ১৲ টাকা

প্রকাশক—
শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা
কোন্নগর—হুগলী।

দ্বিতীয় সংস্করণ—১৯৫৩

প্রিণ্টার—শ্রীশশিভূষণ পাল
মেটকাফ্ প্রেস্
৯নং রাজা গুরুদাস ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

জ্ঞান ও কর্ম্মের অপূর্ব্ব সমন্বয়ে

যাঁহার ব্যক্তিত্ব সমলঙ্কৃত,

বঙ্গীয় ব্যবসা-জগতের সব্যসাচি

সেই অসামান্য পুরুষ—

শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

মহাশয়কে

এই অকিঞ্চিৎকর নাটক

শ্রদ্ধাঞ্জলি স্বরূপে

অর্পণ করিয়া ধন্য হইলাম।

নাট্যকার

বলিবার কথা।

মিনার্ভা থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষ এই নাটকের অভিনয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া আমাকে চির কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

প্রস্তাবনার গানটীর রচয়িতা—প্রযোজক শ্রীযুক্ত কালিপ্রসাদ ঘোষ বি, এস্ সি মহাশয়। তাঁহাকে আমার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

মঞ্চ-সৌকর্য্যার্থ নাটকের কোন কোন দৃশ্য মিনার্ভা থিয়েটারে ঈষং পরিবর্ত্তিত আকারে অভিনীত হইয়া থাকে।

সংগঠনকারীগণ

স্বত্বাধিকারী	শ্রীযুত সলিল কুমার মিত্র বি, কম্।
অধ্যক্ষ	,, জ্ঞানেন্দ্র কুমার মিত্র।
প্রযোজক	,, কালীপ্রসাদ ঘোষ বি, এস-সি।
মঞ্চশিল্পী	,, পরেশ চন্দ্র বসু (পটল বাবু)
ঐ সহকারী	,, অনিল প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।
নৃত্য শিক্ষক	,, সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায় (কড়িবাবু)
হারমোনিয়ম বাদক	,, বিদ্যাভূষণ পাল
বংশী বাদক	,, ধীরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
পিয়ানো বাদক	,, কালিদাস ভট্টাচার্য্য।
বেহালা বাদক	,, ললিত মোহন বসাক
কর্ণেট বাদক	,, জিতেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী
সঙ্গতী	,, সতীশচন্দ্র বসাক
স্মারক	,, বিমলচন্দ্র ঘোষ
আলোক সম্পাত কারী	,, মন্মথ ঘোষ।
এম্প্লিফায়ার বাদক	,, দুলাল মল্লিক

প্রথম অভিনয়ের অভিনেতৃগণ।

মহাদেব	শ্রীকামাখ্যা চরণ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীকৃষ্ণ	,, বঙ্কিমচন্দ্র দত্ত
ইন্দ্র	,, জয় নারায়ণ মুখোপাধ্যায়
কার্ত্তিক	,, উমাপদ বসু
কাম	শ্রীমতী শেফালিবালা
চিত্রকেতু	শ্রীরণজিৎ কুমার রায়
নন্দী	,, গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
বীরভদ্র	,, গোষ্ঠ বিহারী ঘোষাল
কিরাত	,, রজনী ভট্টাচার্য্য
অর্জ্জুন	,, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
নিবাত	,, প্রফুল্ল কুমার দাস
কবচ	,, সুশীল কুমার ঘোষ
অন্তক	,, সনৎ কুমার মুখোপাধ্যায়
দেবগণ	,, নলিন বাগ, রবীন রায়, অনাথ মুখোপাধ্যায়
দুর্গা	শ্রীমতী সত্যবালা
কালী	,, করুণাময়ী
শচী	,, মনোরমা
উর্ব্বশী	,, তারকবালা (লাইট)
মন্দিরা	,, সরযূবালা

অপ্সরাগণ ও নর্ত্তকীগণ

শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী (খেঁদি), তারকবালা (তারকী), দুনিয়াবালা ১নং,
তিনকড়ি, মুকুলজ্যোতি, সরস্বতী, রেণুকাময়ী, ইন্দুমতী, লীলাবতী,
বকুল, রাধাবালা, পটলমণি, উষাবালা, রাজলক্ষ্মী (রবি),
ডালিম, নন্দরাণি, প্রভাবতী।

চরিত্র-পরিচয়

মহাদেব, শ্রীকৃষ্ণ, ইন্দ্র, কার্ত্তিকেয়, কামদেব।

চিত্রকেতু	...	...	গন্ধর্ব্বরাজ
নিবাত	..	..	কালকেয় দৈত্যরাজ
কবচ	...	...	ঐ ভ্রাতা
জম্ভক	...	..	ঐ সেনাপতি
অর্জ্জুন	...	..	তৃতীয় পাণ্ডব

নন্দী, বীরভদ্র, দেবগণ, দৈত্যগণ ইত্যাদি।

দুর্গা, কালী, শচী, উর্ব্বশী।

মন্দিরা	...	...	নিবাতের কন্যা

অপ্সরাগণ, কৃষ্ণ-সঙ্গিনীগণ ইত্যাদি।

প্রস্তাবনা

অপ্সরাগণের গীত

চুপিসাড়ে আসবি সেজে
নয়লো কথা কাণে কাণে !
মায়াজাল পাতবি যখন
স্বপনেও কেউ না জানে !
বঁধুয়ার কঠিন পণ—
জিন্‌বে ত্রিভুবন—
হবে লো জিন্‌তে তারে
নয়নের একটী ঠারে,
বিঁধে লো সই ফুলবাণে ॥

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

হিমালয়প্রস্থে—উপবন।

যোগমগ্ন কবচ

(অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। হে তপস্বি—লহ প্রণিপাত!

কবচ। কে তুমি যুবক,
অনিন্দ্য সুশ্যাম কান্তি দীর্ঘ বীর-বপু—
ধনুঃশরধারী কেন ভ্রম বনে বনে?
মৃগয়ার্থী তুমি?

অর্জ্জুন। ধরার নগণ্য নর, কুরুবংশধর,
তৃতীয় পাণ্ডব, নাম অর্জ্জুন আমার!
রাজ্যভ্রষ্ট বনবাসী জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির,
হীনমতি জ্ঞাতির ছলনে!
অনুগামী চারিভ্রাতা, পত্নী কৃষ্ণাসনে—
যাপে দিন প্রতীক্ষায় প্রতিহিংসা আশে
নহি মৃগয়ার্থী ভদ্র! ভ্রমি বনে বনে,
সাধনার খুঁজি যোগ্য স্থান।

কবচ। সাধনা? কিসের তরে?

অর্জ্জুন। শক্তি, শক্তি, রিপুঞ্জয়ী লভিব শকতি—
শক্তিপতি শঙ্করের করি আরাধনা!

শত্রু যার দেবব্রত ভীষ্ম পিতামহ,
মূর্ত্তিমান ধনুর্ব্বেদ দ্রোণাচার্য্য গুরু,
মহারথ অঙ্গপতি কর্ণ যার অরি,
প্রয়োজন দৈবশক্তি আহরণ তার !
উগ্র তপ আচরিব শক্তিলাভ আশে !

কবচ। বন্ধু ! বন্ধু ! দেহ আলিঙ্গন—
এক লক্ষ্য—এক ব্রত, এক আকিঞ্চন—
কবচ অর্জ্জুন !
শোন বন্ধু—মম পরিচয় !
কালকেয় দৈত্যরাজ জান নিবাতেরে—
আমি তাঁর অনুজ কবচ !
কহি সত্য, শিব সাক্ষী করি,
দেবতার ক্ষতি চিন্তা করি নাই কভু—
নিজ দেশে তৃপ্ত ছিনু ক্ষুদ্র রাজ্য লয়ে !
স্বর্গ হ'তে দেবযজ্ঞে এল আমন্ত্রণ—
ভৃত্য সম হীন কার্য্যে করিল নিয়োগ
স্পর্দ্ধিত দেবতাবৃন্দ—অতিথি নিবাতে!
ক্ষমাশীল ধৈর্য্যবান অগ্রজ আমার—
যজ্ঞগৃহে দ্বার রক্ষা করিলা নীরবে !

অর্জ্জুন। ধিক্—হেন অনার্য্য আচার দেবতার ?

কবচ। তীব্র সেই অপমান বাজিল পাণ্ডব—
শেলসম কবচের প্রাণে !—
উচ্চকণ্ঠে কহিনু বাসবে -
"ভাল এই আচরণ অতিথির সনে !"

জান কি অর্জ্জুন—
কি কহিল তদুত্তরে দৃপ্ত আখণ্ডল ?

অর্জ্জুন। কহ—শুনি দৈত্যবর !

কবচ। ব্যঙ্গহাসি হাসি দেবরাজ—
সমবেত দেবযক্ষ কিন্নর সমাজে
সম্ভাষি' কহিলা উচ্চরবে—
"কে না জানে বিশ্বমাঝে বর্ব্বর দানব,
দেবতার ভৃত্য হ'তে লভেছে জনম ?"

অর্জ্জুন। মানিনু বিস্ময় দৈত্যবর !
হেন ভাষ বাসবের মুখে ?

কবচ। হে পাণ্ডব !
অপমানে হারাইনু জ্ঞান !
ধাইনু উন্মাদ সম রোষে গরজিয়া
অসিকরে বাসবের সিংহাসন পানে !
কার্ত্তিকেয় দেবসেনাপতি,
দণ্ডধারী কালরূপী যম,
পবন বরুণ অগ্নি
ধেয়ে এল দেব অস্ত্র করে,
পদাঘাতে নিস্কাশিত করিল আমারে
দেব সভা হ'তে।

অর্জ্জুন। ছিঃ ছিঃ পরিতাপ !
তারপর ?

কবচ। তারপর—ঘৃণা ক্ষোভ লাজে—
না ফিরিনু কালকেয় পুরে—

পশিনু গহন বনে তপস্যার তরে
দেবজয়ী শক্তিলাভ আশে !
দীর্ঘযুগ গত মতিমান—
আচরিনু সুদুষ্কর তপ সিদ্ধি-আশে !
নাহি জানি কতদিনে তুষিব শঙ্করে !

অর্জ্জুন। অতিদর্পে দর্পিতের পতন নিশ্চয় !
বারবার নির্য্যাতিত লাঞ্ছিত দানব
দেবজয়ী শক্তি লভি উগ্র সাধনায়—
এমনি তুলেছে শির প্রতিহিংসা তরে !
তুমিও লভিবে শক্তি—তুমিও জিনিবে
গর্ব্বিত দেবতাবৃন্দে শঙ্করের বরে !
শুধু—শুধু—

কবচ। শুধু—
কেন বন্ধু হইলে নীরব ?

অর্জ্জুন। ডরি চিত্তে—শুধু দৈত্যবর !
দেবজয়ী শক্তি লভি—অপচয় তার
কর পুনঃ অনাচারে প্রতিহিংসা বশে !
বিদায় বান্ধব ! কল্যাণ হউক তব !
তপস্যায় সিদ্ধি লভি বিশ্বজয় করি—
বিশ্বের কল্যাণে শক্তি কর নিয়োজিত !

(প্রস্থান)

কবচ। অনাচার ? নহে অনাচার !
চাহি শুধু বৈরনির্য্যাতন !
দেবতারে তিলমাত্র না করিব ক্ষমা !

কাল ব'য়ে যায় ! বৃথা জল্পনায়
নাহি প্রয়োজন ! (উপবেশন)
জ্যোতির্ব্রহ্ম এস চিত্তে মোর—
এহি এহি চির-স্থির ভাস্বর সবিতা—
প্রাণের আকাশে !
(সমাধিস্থ হইল)

(অপ্সরাগণের প্রবেশ ও গান)

সুধা নেবে—সুধা নেবে—
বিলিয়ে সুধা যাইগো নেচে !
সুধার সাথে অধর সুধা—
বিনি মূলে দিই গো 'বেচে !
তরুণ বঁধুর অধর কোণে আধেক বাঁকা মধুর হাসি,
চোখের কোণে চাউনি বাঁকা বড়ই মোরা ভালবাসি—
রসিক নাগর পেলে বঁধু—সকল সুধা দিই গো যেচে।

(ঊর্ব্বশী ও কামদেবের প্রবেশ)

কাম। নহে ক্ষুদ্র অপ্সরার কার্য্য—
যার তপস্যার শক্তি স্বর্গ সিংহাসনে
বাসবেরে ক'রেছে চঞ্চল—
লো ঊর্ব্বশী ! তার তপোভঙ্গতরে
তোমারেই প্রয়োজন !
নৃত্যে, গানে, তনুর মোহন ভঙ্গিমায়,
আঁখির গরল মাখা কটাক্ষ সায়কে
মুগ্ধকর, বিদ্ধ কর ! তপোভঙ্গ কর দানবের !

জর জর চিতে—
মাগিয়া করুণা বিন্দু—আকুল কবচ
কামিনীর লুট'াক চরণে !

উর্ব্বশী। দেবকার্য্য আনন্দে সাধিব !
কি ছার দানব এই—হে মীন কেতন !
ঋতুপতি, কামদেব থাকিলে সহায়—
রমণী যৌবন পারে মোহিতে শঙ্করে !

কাম। লো উর্ব্বশী ! মোর মায়াবলে
অকালে-বসন্তোদয় হের হিমাচলে—
পুষ্পভারে ভেঙ্গে পড়ে তরু,
গুঞ্জরিয়া ফেরে অলি, ঝঙ্কারে পঞ্চমে
সুস্বর বিহগকুল লতাকুঞ্জ মাঝে !
মন্দ মন্দ গন্ধবহ আতপ্ত নিশ্বাসে
জড়ায় অ'াখির পাতে স্বপনের ঘোর !
তিলোত্তমা, রম্ভা ও মেনকা—
লো চির যৌবনা ধনি ! যৌবন শোভায়
তাপসে মদনাবেশে মাতাও ত্বরায়।

অপ্সরাগণের গীত

আজি এল সুলগন—এল আজি যৌবন
তব বিজন বনবাসে।
মেল' সখা দু'নয়ন—লহ ডালি তনুমন—
লহ গো লহ ভুজ পাশে !

যৌবন এল দ্বারে, তরুণীর ফুলহারে—
যৌবন এল মধু গন্ধে ॥
হাসি আলো প্রেমগানে, চঞ্চল আঁখি-বাণে—
যৌবন এল মধুছন্দে—
অধর কপোল চুমি, পিও মধু পিও তুমি—
চির যৌবন মধু মাসে।

কবচ। চিত্ত স্থির করিবারে নারি—
কর্ণে যেন পশে কার সঙ্গীত লহরী!
হে শঙ্কর—দেহ পদছায়—
মত্ত মনে সংযমের অঙ্কুশ আঘাতে
তব পদতীর্থপানে করিব চালন।

উর্ব্বশী। হে তাপস! আর কেন তপ?
মেল আঁখি, ভুঞ্জ তব তপস্যার ফল! (কবচকে স্পর্শ করিল)

কবচ। একি—একে?
(চক্ষু উন্মীলন)

উর্ব্বশী। আমি তব তপস্যার ফল!
তব অন্তরের জাগ্রত কামনা—
বিশ্বের সঙ্গীত সুধা প্রেমার্থিনী হয়ে—
বিবশা কামিনী রূপে ভেটিছে তোমায়!
(কাম পুষ্পশর নিক্ষেপ করিলেন)

মরি মরি অপরূপ সৌন্দর্য্য লহরী!
কে তুমি রমণী এই বিজন বিপিনে?
গুরু যৌবনের ভারে আনত তনুর

অঙ্গে অঙ্গে সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব বিকাশ !
আয়ত আঁখির কোণে, আরক্ত অধরে,
পূর্ণিমা-জোছনাছানা সোণালি কপোলে—
একি মৌন আমন্ত্রণ পিপাসীর লাগি !
লো সুন্দরি !—
না—না—ব্রতী আমি শিবসাধনায়,
নহি আমি অধিকারী তব করুণার।
যাও ভদ্রে নিজ ধামে, ক্ষমা কর মোরে !

উর্ব্বশী। হে তাপস ! সাধনায় লভিবে কি ফল
শ্রেষ্ঠতর আমা হতে ?
তপ জপ স্বর্গবাস আশে !
স্বর্গের সম্ভোগ-সার অপ্সরীর প্রেম !
দেখেছ অপ্সরী হেন তিনলোক মাঝে,
রূপের ঐশ্বর্য্য যার শ্রেষ্ঠ মোর চেয়ে ?
রে ভ্রান্ত চপল বঁধু, এস মোর পাশে,
বাহুডোরে বাঁধি কণ্ঠ, করাইব পান
সাগর-মন্থন-লব্ধ অমৃতের চেয়ে—
মধুর অধর সুধা অধরে অধরে !

কবচ। বিকল, পাগল প্রাণ রূপসীর রূপে !
ধৈরয ধরিতে নারি !
লো প্রেয়সি ! এস বক্ষে মোর—
ক্ষণিক তৃষিত চিত্তে তৃপ্তি কর দান !

(উঠিয়া অগ্রসর হইল)

(অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। তুঙ্গগিরি রোধিয়াছে পথ—
অগ্রগতি নিবারিয়া মোর!
একি! কোথা সেই বিজন কানন?
মনোরম হেরি উপবন
বসন্তের পুষ্পভারে উৎফুল্ল উজ্জ্বল!
একি হেরি—
তপস্বী কবচ হেথা তেয়াগিয়া তপ—
লাস্যময়ী মায়াবিনী কামিনীর পানে,
আগুয়ান লালসার বশে!
কবচ! কবচ!

কবচ। কে—কে—কে ডাকিল মোরে?

অর্জ্জুন। কোথায় বিবেক বন্ধু—কোথা তপাচার?
ঘৃণিত কামের মোহে বিমুগ্ধ, অজ্ঞান?

কবচ। নারী—নারী—সৌন্দর্য্যের মণি—
মত্ত মনে নিবারিতে নারি

অর্জ্জুন। কি ছার নারীর রূপ—ভ্রমান্ধ কবচ?
যোগীশ্বর শঙ্করের রূপ কর ধ্যান!
কি ছার নারীর রূপ? বিশ্বরূপধারী
উমাপতি শিব ব্রহ্মে মন কর লীন!

কবচ। অ্যাঁ—অ্যাঁ—

অর্জ্জুন। ললাটে উজ্জ্বল চন্দ্র, কণ্ঠে কালকূট,
গঙ্গার কল্লোল রব ধূর্জ্জটী জটায়,

মহাকাল, হাড়মাল, রুদ্র দিগম্বর—
বরাভয় করে হের অন্তরে তোমার !

কবচ। শিব—শিব—

অর্জ্জুন। শিব স্মরি তপস্যায় ব্রতী হও যোগী—
মিথ্যা কামিনীর মোহ কর পরাজয় !

কবচ। বন্ধু—বন্ধু—পাণ্ডব অর্জ্জুন !
না—না—নহ বন্ধু—গুরু তুমি মোর—
দিব্যজ্ঞান দিলে অভাগায় !
অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন, তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ! (প্রণাম)
হে গুরু—আশীষ কর—বিঘ্ন করি জয়—
ইষ্টপদ লভি যেন তোমার কৃপায় !
করি স্নান অলকানন্দায়,—
পুনঃ ধ্যানে ব্রতী হব গুরু ! (প্রস্থান)

উর্ব্বশী। তুমি পাণ্ডব অর্জ্জুন ?
দেবকার্য্যে দিলে বাধা—
নাহি ডর' বাসবের রোষে ?

অর্জ্জুন। কর্ত্তব্য সাধন করি শোন লো ভামিনী—
হৃদিস্থিত হৃষিকেশ কৃষ্ণের ইঙ্গিতে !
রোষতুষ্টি না গণি কাহারো—
পার্থের নিয়তি সূত্র কেশবের করে !

(প্রস্থান)

উর্ব্বশী। এই পার্থ ? নরোত্তম তৃতীয় পাণ্ডব ?

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কালকেযপুরী—প্রাসাদ উদ্যান

(মন্দিরা)

মন্দিরার গীত

ও সই দিনের আলো !
(আজ) স্বপন সম লয় যে মনে
তুমি আমায় বাস্‌তে ভালো !
কেনই তুমি ফিরালে মুখ, কিসের অভিমান ?
(আমার) কমল-বনে আজকে পিকের
নীরব কলতান
তোমার হাসির বিহনে সই
সারা ভুবন নিকষ-কালো !

(জম্ভকের প্রবেশ)

জম্ভক। মন্দিরা !

মন্দিরা। কে ? ও—জম্ভক।

জম্ভক। আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছি মন্দিরা ! এই গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রকেতু—দেবসভার এই ঘৃণিত বিদূষক—সে কি তোমায় কোন অমর্য্যাদাসূচক কথা বলেছে ?

মন্দিরা। সে ত বরং আমায় একটা বড রকম মর্য্যাদাই দিতে চায় জম্ভক !

জম্ভক। মর্য্যাদা ?

মন্দিরা। আমায় তার রাণী করতে চায়—এটা গৌরবের কথা নয় কি ?

জম্ভক। ও:—পরাধীনতার জ্বালা কখনো এমন করে আমায় এর পূর্ব্বে দগ্ধ করেনি মন্দিরা! এই দেবপদলেহী গন্ধর্ব্ব—যজ্ঞ-হবি-লিপ্সু এই কুক্কুর—একে পদাঘাত করবারও আমার সাহস নেই—কারণ—কারণ সে দেবরাজের আশ্রিত জীব—আর কালকেয় দৈত্যগণ আজ বিধিবিড়ম্বনায় দেবপদানত—পরাধীন জাতি! ওঃ—বৃথাই কটীতে তরবারি ধারণ করি!

মন্দিরা। জম্ভক! তুমি যদি বিচলিত হও, তবে কালকেয় জাতির আশাভরসা সবই যে নির্ম্মূল হবে! ধৈর্য্যধারণ করে সুদিনের অপেক্ষা কর। পিতৃব্য কবচের তপস্যায় সিদ্ধিলাভ যতদিন না হয়—দেবজয়ী শক্তি যতদিন পরাধীন দৈত্যগণের করায়ত্ত না হয়, ততদিন ভগ্নোদ্যম, মর্ম্মাহত দৈত্যরাজ নিবাতের অন্ধের যষ্ঠি যে তুমি-একথা ভুলে যেওনা জম্ভক!

জম্ভক। ভুলে যাইনি—ভুলে যাইনি মন্দিরা! দেবসমাজের শত অনাচার, পুঞ্জীভূত অত্যাচার নীরবে সহ্য করেছি—আজ এই দীর্ঘযুগ ধ'রে—শুধু সেই শুভদিনের প্রতীক্ষায়—যে দিন তপসিদ্ধ কবচ শিববরে বিশ্বজয়ী হয়ে দৈত্যপুরে ফিরে আসবেন—দেবরক্তে দৈত্যের মর্ম্মান্তিক লাঞ্ছনা ধৌত হবে! কিন্তু—কিন্তু মন্দিরা! এ আমি কেমন ক'রে সইব? এই কুক্কুরের কণ্ঠে যদি দৈত্যকুললক্ষ্মী মন্দিরাকে বরমাল্য অর্পণ করতে হয়—সে দৃশ্য আমি কেমন ক'রে সইব? ✕

মন্দিরা। একটা কুমারীর আত্মবলি—জাতির মুক্তির ইতিহাসে তার কতটুকু স্থান জম্ভক? মন্দিরা নরকে যাক—নিবাতের ধ্বংস হ'ক—কিন্তু দৈত্য জাতির মুক্তির পথ সুগম হ'ক—এই কামনা কর—বিশ্বনিয়ন্তার পায়ে এই প্রার্থনা জানাও! (প্রস্থান)

জম্ভক। কবচ! কবচ! আর কতদিন?

(চিত্রকেতুর প্রবেশ)

চিত্র। ও—ও রাজকুমারী গেলেন বুঝি? অ্যা—হা—হা—হা—রাজকুমারী গেলেন বুঝি? ওহে ও ডিম্বক—রাজকুমারী লজ্জা পেয়ে পালিয়ে গেলেন বুঝি? অমন যে দুধে-আলতায় তুলতুলে গাল দু'খানি—একেবারে লজ্জায় লাল হ'য়ে গেল বুঝি? উঃ—কী লজ্জা! যেন একেবারে লজ্জাবতী লতা রে!

জম্ভক। ভগবান্! (প্রস্থানোদ্যত)

চিত্র। আরে ও ডিম্বক—দাঁড়াও না হে—দাঁড়াও না! আমায় দেখে এতটা যে লজ্জা—একেবারে চোঁচা দৌড় দিলেন—এ লজ্জাটা দু দিন বাদে থাকবে কোথায়—বল দেখি। অঁ্যা—হা—হা—গন্ধর্ব্বরাজের রাণী—তাঁকে ত আর লজ্জা ক'রলে চলবে না! অমন যে অমরাপুরী, তার যে বৈজয়ন্ত দেবসভা, যেখানে সিংহাসন আলো করে স্বয়ং বজ্রধারী দেবরাজ ব'সে সহস্র চক্ষু মেলে—অপ্সরীদের নৃত্য দর্শন করেন—সেখানকার প্রধান ব্যক্তিই হ'লেন এই চিত্রকেতু! দেবগণের সুধা পরিবেশনের ভার - এই চিত্রকেতুর উপর! অপ্সরীদের তাল কেটে গেলে তাদের শাসন ক'রবার ভার এই চিত্রকেতুর উপর! কোন দেবতার কোন অপ্সরীর উপর সুদৃষ্টি প'ড়লে—তার সুব্যবস্থা ক'রবার ভার—কত আর কহ'ব?

জম্ভক। আর বেশী কইবার দরকার নেই—গন্ধর্ব্বরাজ!

চিত্র। তাই ব'লছিলাম—গন্ধর্ব্বরাণী মন্দিরাকে ত আর লজ্জা ক'রলে চ'লবে না! আমি ভাব্‌ছি—অপ্সরীদের মহালটা মন্দিরার হাতেই সম্পূর্ণ ছেড়ে দেব। একা আর কতদিক সামলাই বল! তা পারবেন—মন্দিরা তা পারবেন। ঐ উর্ব্বশী রম্ভা—বড় বড় নামজাদা দু'একটা অপ্সরী মাঝে

মাঝে যা একটু বেচাল চালে-ওদের দুটো মিষ্টি কথায় বশ করে রাখলেই ব্যস! ওকি-তুমি চললে যে?

জম্ভক। আমার কাজ আছে—গন্ধর্ব্ব রাজ!

চিত্র। অ্যাঁ—হা হা হা—আরে কাজের বড়াই ক'রছ গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রকেতুর কাছে? একদিনকার কাজের ফিরিস্তী যদি শোন—সকাল বেলায় অপ্সরাদের ঘুম ভাঙ্গান থেকে সুরু করে, রাত দুপুরে দেবতাদের ঘরে ঘরে যার যার পছন্দসই অপ্সরাদের সাজিয়ে গুছিয়ে পৌছে দেওয়া পর্য্যন্ত—তাক লেগে যাবে দাদা! তাক লেগে যাবে। তাইত ব'লছি—এ অপ্সরাদের ধাক্কাটা কতকটা অন্ততঃ মন্দিরার উপর ফেলে দিতে পারলে আমি বেঁচে যাই। ভাবছি কেবল—হা হা হা—

জম্ভক। ও:—

চিত্র। ভা'বছি কেবল আমাদের এই দেবতাদের কারও সুদৃষ্টি শেষে আমার মন্দিরার উপরই গিয়ে না পৌছয়। তা হলেই ত গেছি আর কি! হা হা হা! শুনেছ ত—চন্দ্র গুরুপত্নী মান্‌লেন না—দেবরাজ স্বয়ং—(জিভ কাটিয়া) ঘরে ঘরে—দাদা—ঘরে ঘরে! তাইত বলছি—আমার মন্দিরাটীর উপরও শেষে কতজনার হাত এসে তাল ঠুকতে চাইবে—তা কে জানে!

জম্ভক। বর্ব্বর! (চিত্রকেতুর কাণ ধরিল)

চিত্র। অ্যাঁ—এই-এই-এই—! বিয়ের আগেই তামাসা সুরু ক'লে যে—হাঃ হাঃ হাঃ—আরে বিয়ের আগেই—

জম্ভক। যা কুক্কুর! গৃহে ফিরে যা—(পদাঘাত)

চিত্র। অ্যাঁ—কুক্কুর! অ্যাঁ—গৃহে যা!—তবে তামাসা নয়! তবে সত্যি সত্যি—অ্যাঁ—আমি দেবরাজের ভৃত্য—আমায় লাথি? "পিপীলিকা ধরে পাখা মরিবার তরে? জান দেবরাজের হাতে বজ্র

আছে, কার্ত্তিকের হাতে শক্তি আছে, যমের হাতে দণ্ড আছে, আর তাদের সবারই অন্তরঙ্গ ভৃত্য হচ্ছি আমি? আমায় লাথি? কোমরে একখানা তরোয়াল ছিল—কোথায় গেল? (তরোয়াল খুলিয়া) জানিস ডিম্বক—দেবরাজের বজ্র আর কার্ত্তিকের শক্তি—

জম্ভক। বজ্র আর শক্তির আস্ফালন কেন গন্ধর্ব্বরাজ, তরোয়াল খুলেছ, এগিয়ে এস!

চিত্র। তরোয়াল খুলেছি শাসাবার জন্য—এগিয়ে আসবার জন্য নয়! এগিয়ে যারা আসবে তাদের কাছে আমি এখুনি যাচ্ছি! বজ্রধারী ইন্দ্র, শক্তিধর স্কন্দ, দণ্ডধর যম—অ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ—দেবরাজ আমায়—আমায় একটা দৈত্য অপমান ক'রেছে—আপনি এর প্রতিকার করুন—অ্যাঁ—অ্যাঁ অ্যাঁ— (ক্রন্দন করিতে করিতে প্রস্থান)

(নিবাতের প্রবেশ)

নিবাত। একি-একি সেনাপতি—
আর্ত্তস্বরে রুদ্যমান শূন্যপানে ধায়—
গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বর চিত্রকেতু—
একি অঘটন!

জম্ভক। আমি দোষী—দৈত্যরাজ!
দণ্ড দেহ মোরে!

নিবাত। দোষী? কিসে দোষী?

জম্ভক। পদাঘাত করিয়াছি অধম গন্ধর্ব্বে—

নিবাত। জম্ভক! জম্ভক!

জম্ভক। রুদ্ধ ক'রে রেখেছিনু হৃদয়ের জ্বালা—
হৃদয়ের গোপন গহ্বরে।

অকস্মাৎ ক্ষণিকের আত্ম বিস্মরণে
টুটিল সংযম রাজা—
জলন্ত গৈরিক স্রাব হ'ল উৎসারিত !
দণ্ড দাও—দণ্ড দাও প্রভু !
দানবের অমঙ্গল ঘটাইনু আমি !

নিবাত। আত্মবিস্মরণ ! আত্মবিস্মরণ !
হা জম্ভক !
এই আত্মবিস্মরণে কালকেয় জাতি
দুর্ব্বার দেবের অস্ত্রে হইবে বিনাশ !
নিজ চক্ষে দেখেছ জম্ভক
দেবযজ্ঞ সভাগৃহে বেত্র নিয়ে করে
দ্বারী হ'য়ে রাজা তব রক্ষিয়াছে দ্বার—
দেখিয়াছ রাজানুজ বীরেন্দ্র কবচে
পদাঘাতে নিস্কাশিত হ'তে স্বর্গ হ'তে—
তবু দেখ নাই কভু হ'তে নিবাতের
আত্মবিস্মরণ !
ওরে মূঢ় ! দুর্ব্বলের আত্মবিস্মরণ
নামান্তর আত্মবিনাশের !
বহুদিন—বহুযুগ লাঞ্ছনা সহিয়া
সুদিনের অপেক্ষায় জাতির জীবন
কোনরূপে রেখেছিনু বাঁচায়ে জম্ভক !
আজি তব এ অকাল আত্মবিস্মরণ
ঘটাইল মরণ তাহার !

জম্ভক। প্রভু—প্রভু—হত্যা কর মোরে !

নিবাত । যাও বীর ! সাজ রণ সাজে—
দেবতা না রবে স্তব্ধ
সেবকের এই অপমানে !
আশু দেব-সিংহনাদ শুনিবে জম্ভক
কালকেয় পুরীর তোরণে !
মৃত্যু সুনিশ্চয় জানি, সাজুক দানব
আত্মরক্ষা তরে !

জম্ভক । তাই হ'ক—
মরণে নির্ব্বাণ হ'ক দানব জাতির
লাঞ্ছনার জ্বালা ! (প্রস্থান

নিবাত । বীরত্ব-বিলাসী যুবা ! সৌভাগ্য তোমার
রাজা নহ তুমি !
মরণে উল্লাস তব, রাজার বিষাদ !
রাজা চাহে শত ক্লেশ সহি'
ধৈর্য্য ধরি দুঃখনিশা করিতে যাপন—
আশায় বাঁধিয়া হিয়া—কবে সূর্য্যোদয়ে
ম্রিয়মান জাতি পুনঃ উঠিবে জাগিয়া !

তৃতীয় দৃশ্য।

স্বর্গ—মন্দাকিনী তীর

(উর্ব্বশীর প্রবেশ)

উর্ব্বশী। মরি মরি কি রূপ হেরিনু—
সুর নর কিন্নর দানব অগণন
হেরিয়াছি সুপুরুষ কন্দর্প জিনিয়া,
রমণীর চিত্তজয়ী হেন বিমোহন
বীরত্ব-মহিমাদীপ্ত অপরূপ রূপ
নয়নে হেরিনি কোন দিন!
হাস হাস পূর্ণশশী নির্ম্মল গগণে—
স্বর্গের নিকুঞ্জ বীথি হও আমোদিত—
পারিজাত রেণুমাখা মলয় বীজনে!
উর্ব্বশীর অভিসারে হও অনুকূল—
বসন্তের পিককুল আকুল উচ্ছ্বাসে!
মরি মরি দূর্ব্বাদলশ্যাম—
নয়নাভিরাম মূর্ত্তি অঙ্কিত পরাণে!
মীনকেতু—কর দয়া দাসীরে তোমার—
আজি নিশি—কোনো মতে মিলাও বল্লভে!

(কামদেবের প্রবেশ)

কাম। পূর্ণকাম হও লো উর্ব্বশী!
মদনের অপমান ক'রেছে অর্জ্জুন—
কবচের তপোবিঘ্ন করি নিবারণ!

তার শাস্তি লভুক দাম্ভিক—
লালসায় উর্ব্বশীর হ'য়ে ক্রীতদাস !

উর্ব্বশী। ডরি চিতে কদাচারে যে করিল ত্রাণ—
নিজে যদি কামজয়ী হয় সে মানব !

কাম। হাসা'লে উর্ব্বশী !
কামজয় উপদেশ অন্যেরে প্রদান—
আর নিজে আচরণ ইন্দ্রিয় সংযম—
এ দু'য়ের পার্থক্য অনেক !
শোন ধনি—মনোবাঞ্ছা তব
স্বর্গেশ্বর ইন্দ্রের বিদিত !
তারি উপদেশে—
সমাদরে আমন্ত্রণ করিয়া অর্জ্জুনে
সুরধুনী দ্বীপবক্ষে বিলাস ভবনে
স্বর্গপুরে করেছি রক্ষণ !
সেথা সুরধুনী জলে উঠে অবিরাম
বীচিক্ষোভে সুমধুর তান,
সেথা পারিজাত কুঞ্জে উঠে সুকোমল
অদৃশ্য কিন্নর কণ্ঠে কামস্তুতি গান—
সেথায় উর্ব্বশী, আজি নিশি—
পদ্মগন্ধি মণিহর্ম্ম্যে বিলাস শয়নে
অর্জ্জুনে ভজনা কর অনিন্দ্য-যৌবনে !

(প্রস্থান)

ঊর্ব্বশীর গীত

মনকুঞ্জবনে—
জ্যোছনা ঝরিছে ফাগুণের চাঁদে—
মধু অভিসার শয়নে।
সে মধুশয়নে বাহুর শিথানে—
হেরিবে ফাগুণ চাঁদ
শাঁওল-জোছনা-নিছনি বঁধুয়া—
ধ'রেছি পাতিয়া ফাঁদ—
হৃদি ফুলবন পুলক মগন,
প্রেমচাঁদিনী বরিষণে।

(ইন্দ্র ও কার্ত্তিকের প্রবেশ)

ইন্দ্র। পরাভূত মীনকেতু কবচের পাশে,
অটুট সংযম তার—শোন কার্ত্তিকেয়।
তপঃ সিদ্ধি লভে যদি দুর্বৃত্ত দানব—
কালকেয় বিশ্বজয়ী হবে শিববরে।

কার্ত্তিক। শুনি অনঙ্গের মুখে—এক তুচ্ছ নর
বিচলিত কবচেরে দিল উপদেশ—
যাহে চিত্ত স্থির করি পুনঃ তপস্যায়
নিমগ্ন হইল দৈত্য।

ইন্দ্র। শিব-পুত্র! শোন বার্ত্তা—নহে তুচ্ছ নর।
পাণ্ডব অর্জ্জুন সেই—নরোত্তম বলি
সখা সম্ভাষণ যারে করিলা কেশব
নর-দেহ-ধারী বিষ্ণু!

গুরুরূপে অর্জ্জুনেরে বরিল কবচ !
অর্জ্জুন থাকিতে শুচি—নাহি সাধ্য কারো
কবচের তপোবিঘ্ন করে পুনর্ব্বার !

কার্ত্তিক। এত কি কঠিন কার্য্য কহ সুরপতি
ক্ষুদ্র মানবের এক শুচিতা বিনাশ ?

ইন্দ্র। অর্জ্জুনের রূপ-মুগ্ধা বিহ্বলা উর্ব্বশী—
মানবের অভিসারে আগুয়ান আজি।

কার্ত্তিক। চিরদিন নিম্নগামী গতি উর্ব্বশীর !
মনে পড়ে পুরুরবা-প্রণয়ে মজিয়া
লভিল দুর্গতি কত ধরণী প্রবাসে।

ইন্দ্র। দূরে যাক্ উর্ব্বশীর কথা—
আমি চাহি অর্জ্জুনের নিরয় গমন
রমণীর মোহজালে হইয়া জড়িত !
অর্জ্জুনে জিনিতে যদি না পারে উর্ব্বশী—
কবচের তপঃসিদ্ধি অনিবার্য্য হেরি !

কার্ত্তিক। শূলী শম্ভু নহে এই মানব-সন্তান—
কামজয় করিবে হেলায় !
চিন্তাদূর কর সুরপতি !

(চিত্রকেতুর প্রবেশ)

চিত্র। অ্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ—দেবরাজ ! অ্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ—
(ইন্দ্রের পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিল ।

ইন্দ্র। একি ! চিত্রকেতু !

চিত্র। অ্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ—আমার কাণ ধ'রে—অ্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ—

ইন্দ্র। কাণ ধ'রে ? কে কাণ ধ'রেছে ? তোমার কাণ ধরে এমন দুঃসাহস কার ?

চিত্র। অ্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ—কাণ ধ'রে লাথি—অ্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ—

ইন্দ্র। তুমি ত আমার অনুমতি নিয়ে বিবাহযোগ্যা পাত্রী অনুসন্ধানের জন্য গিয়েছিলে—এর মধ্যে তোমার কাণই বা ধ'রলে কে—তোমায় লাথিই বা মা'রলে কে ?

চিত্র। ডিম্বক—

ইন্দ্র। ডিম্বক ! সে কে ?

চিত্র। নিবাতের সেনাপতি।

ইন্দ্র। নিবাত। কালকেয় নিবাতের সেনাপতি ? সে ত জম্ভক—ডিম্বক হবে কেন ?

চিত্র। জম্ভকই হ'ক আর ডিম্বকই হ'ক—সে আমার কাণ ধ'রবে কেন ? অ্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ—লাথি মারবারই বা সে কে ? অ্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ—

ইন্দ্র। কি হয়েছিল খুলে বল চিত্রকেতু ! ব্যাপারটা বুঝতে না পা'রলে কিরূপ প্রতিকার ক'রব ?

চিত্র। আমি নিবাতের মেয়েকে বিয়ে ক'রতে চেয়েছিলাম—তাইতে ডিম্বক—অ্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ—

ইন্দ্র। নিবাতের কন্যাকে বিবাহ ক'রতে চেয়েছিলে ? তারই জন্য নিবাতের সেনাপতি তোমার অপমান ক'রেছে ?

চিত্র। আমি এত ক'রে বল্‌লাম যে দেবরাজের হাতে বজ্র আছে, দেবসেনাপতির হাতে শক্তি আছে, কিছুতেই সে ভয় পেল না।

কার্ত্তিক। চিত্রকেতুর এ অপমান দেবগণেরই অপমান—দেবেন্দ্র !

ইন্দ্র। আমি বুঝতে পা'রছি না—কিসে পদানত কালকেয়গণের

অকস্মাৎ এত স্পর্দ্ধার উদ্রেক হ'ল! কবচের তপঃসিদ্ধির আশাতেই তারা এতটা আত্মবিস্মৃত হ'ল?

কার্ত্তিক। এর শাস্তি দিতে দেবতারা পরাঙ্মুখ হবে না দেবেন্দ্র! তুমি ভেবো না চিত্রকেতু—কালকেয় দৈত্যগণকে সমূলে ধ্বংস ক'রে নিবাত-কন্যা মন্দিরার কেশে ধরে এনে তোমার সঙ্গে পরিণীতা করা হবে!

চিত্র। হেঃ হেঃ হেঃ—একেবারে কেশে ধরে? অঁ্যা—একেবারে কেশে ধরে? হেঃ হেঃ হেঃ—আমি অভাগা ডিম্বককে তখনি বলেছিলাম যে দেবরাজের হাতে বজ্র আছে, শক্তিধরের হাতে—

কার্ত্তিক। আদেশ দিন দেবরাজ! দেবসৈন্য সজ্জিত ক'রে আমি এখনই কালকেয় পুরী অবরোধ ক'রতে যাত্রা করি!

ইন্দ্র। উর্ব্বশীর অভিসারের ফল কি হয়—আগে দেখা যাক্ কার্ত্তিকেয়!

কার্ত্তিক। ফল? হাঃ হাঃ হাঃ—দেবরাজ! মার্জ্জনা করুন! একটা মানব—সে কামজয় ক'রবে? আপনি কি জানেন না যে বিশ্বমধ্যে কামজয়ী হরি এবং হর—আর তৃতীয় কেউ নেই? যদি অসম্ভবই সম্ভব হয়, অর্জ্জুন যদি কামজয়ী হয়ই, কবচ যদি তপস্যার সিদ্ধিলাভ করতে সমর্থই হয়, তবেইবা এত আশঙ্কা কি? শিবশূলের সারভাগে নির্ম্মিত এই মহাশক্তি স্কন্দের করগত থাকতে দেবগণের আশঙ্কা কি?

ইন্দ্র। তোমরা মন্ত্রণাগৃহে যাও—আমি আসছি!

কার্ত্তিক। এস চিত্রকেতু—তোমার অপমানের শাস্তি নিবাতকে দিতে হবেই—

চিত্র। ওসব যুদ্ধবিগ্রহের কথার মধ্যে আমায় কেন—দেবসেনাপতি! আমি বরং একবার ততক্ষণ অপ্সরাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে আসি! একটা কথা কেবল সময় থাকতে বলে রাখি—মন্দিরার কেশে ধ'রে আনেন যদি—তা আনুন! মোদ্দা বেচারী ব্যথা না পায়! তার দোষ

নেই—সে বরং আমায় দেখে মাঝে মাঝে ফিক্ ফিক্ ক'রে একটু একটু হেসেছেই! যত দোষ ঐ ডিম্বকের!

(ইন্দ্র ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

ইন্দ্র। যুগে যুগে হেরিয়াছি দৈত্যের উত্থান—
ক্ষুদ্র বীজ মহাক্রমে হয় পরিণত।
নাহি জানি কিবা আছে ভাগ্যে বাসবের!

(শচীর প্রবেশ)

শচী। পুণ্যভ্রষ্ট বাসবের নিয়তি পতন!

ইন্দ্র। কে—ইন্দ্রাণী? একি বাণী কহ সুরেশ্বরি?

শচী। একই নীতির সূত্রে দেব দৈত্য বাঁধা।
সবি তুমি জান স্বামী!—তবু হায়—
ভাগ্যদোষে আত্মহিত হও বিস্মরণ!
দেবতা বিধির নহে অতি প্রিয় সুত!
পুণ্যফলে স্বর্গরাজ্য লভিয়াছ তুমি—
অনাচারে অত্যাচারে বিশ্ববক্ষমাঝে
তাণ্ডব তুলিতে তব নাহি অধিকার!
কোনো দোষে দোষী নহে নিবাত কবচ—
হীন চিত্রকেতু তরে তাহাদের পরে।
অত্যাচার সুরেন্দ্রের যোগ্য কদাচন?
ধর্ম্মপথভ্রষ্ট যদি হও সুরোত্তম—
স্বর্গভ্রষ্ট, লক্ষ্মীভ্রষ্ট হইবে বাসব!

ইন্দ্র। সত্য কহিয়াছ দেবী! সঙ্কট মুহূর্ত্তে
বুঝি সত্য নিঃসারিত রসনায় তব!

কিন্তু দেবী ! চিত্রকেতু আশ্রিত আমার—
আশ্রিত রক্ষণ কার্য্য নহে বাসবের ?

শচী। শতক্রতু, আখণ্ডল কশ্যপতনয়—
কর্ম্মবলে ত্রিদিবের রাজত্ব লভিয়া
মদান্ধ অজ্ঞানসম আচর যদ্যপি,
নিবারিবে কে বল তোমারে ?
ভাগ্যচক্র আবর্ত্তনে দৈত্যের তাড়নে
বুঝি জ্ঞানোদয় হবে তব পুনঃ।
যাক ! বিতণ্ডায় কাল ব'য়ে যায়—
দেহ অনুমতি প্রভু—
যাব আমি ভেটিতে অর্জ্জনে।

ইন্দ্র। সেকি ? কেন কৌতুহলী এত দেবেন্দ্রাণী
হেরিতে ধরার জীব নগণ্য মানবে ?

শচী। শুনিয়াছি তব মুখে, হস্তিনার রাজা
অপত্য বাসনা করি অর্চ্চিলা তোমারে
মাগি পুত্র সর্ব্বগুণে নর্ব্বনরোত্তম—
তুমি যথা সর্ব্বোত্তম দেবতা সমাজে !
তোমারি প্রসাদে পাণ্ডু লভিল তনয়—
নরমাঝে ইন্দ্রসম শ্রেষ্ঠ সর্ব্বগুণে।
হেরিতে বাসনা দেব—
অর্জ্জুনে ইন্দ্রের বর সার্থক কেমন।

ইন্দ্র। যাও দেবি ! কায়মনে কামনা আমার—
যে ইন্দ্রে আমার মাঝে বৃথা খুঁজে মর,—
তার ছায়া পাও যেন দেখিতে বারেক—
ইন্দ্রবরলব্ধ পাণ্ডু-তনয়ের মাঝে ! (প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

স্বর্গ—দ্বীপহর্ম্ম্য।

কক্ষমধ্যে অর্জ্জুন।

অর্জ্জুন। না জানি এ আসিনু কোথায়।
চারিভিতে বিলাসের সজ্জিত সম্ভার,—
কক্ষতলে পদ্ম-গন্ধি প্রস্রবণ পরে
সপ্তবর্ণ ইন্দ্রধনু প্রকাশে সঘনে।
কলস্বনে স্রোতস্বিনী বাতায়ন পাশে
বীচিভঙ্গে বয়ে যায়—সুখস্বপ্নসম
সঞ্চারি অন্তর মাঝে অজানা পুলক।
মায়াপুরী স্বর্গপুরী এই —
কোথায় মদন ? কোথা ইন্দ্র দেবরাজ ?
(উর্ব্বশীর আবির্ভাব ও নৃত্য)

অর্জ্জুন। একি হেরি। ধীরে, ধীরে, ধীরে—
আধ আলো কক্ষমাঝে স্নিগ্ধ রশ্মিজাল
নৃত্যশীলা অঙ্গনার বরাঙ্গ বেষ্টিয়া
ধীরে ধীরে বিকশিল আঁখির সম্মুখে।
ব্রীড়ানত পদ্মনেত্র, নগ্ন শুভ্রবাহু,
আধ-অনাবৃত বক্ষ চাহে আবরিতে—
লাস্যময়ী কে এই ললনা ?—
কোথায় সঙ্গীত উঠে পুষ্পকুঞ্জবনে,
কি যেন কহিতে চায় সুখের বারতা

মৃদুভাষে কাণে কাণে মোর !
স্বর্গপুরী সম্ভোগের পুরী—
প্রলুব্ধ দুর্ব্বল চিত্ত বিলাসের আশে !

(উঠিয়া পাদচারণ)

তটিনীর নীলজলে স্বর্ণালোকধারা
কোন্ দূর শূন্য হ'তে বরষিছে শশী—
উদ্ভাসিত কেশবের নীলবক্ষ যেন
কৌস্তুভের আলোক-ছটায় !
হে কৃষ্ণ করুণাময় ! পার্থসখা হরি !
প্রবাসে শত্রুর মাঝে রক্ষিও দাসেরে !

উর্ব্বশী। সব্যসাচি !

অর্জ্জুন। কে ডাকিল ? তুমি ভদ্রে ?
কহলো ভামিনী—
কোন্ প্রিয় কার্য্য তব সাধিবে অর্জ্জুন ?
নিশাকালে আগমন কেন পার্থপাশে ?

উর্ব্বশী। সেই রমণীর প্রিয় শোন প্রিয়বর—
ইঙ্গিতে প্রাণের প্রিয়, যে বোঝে কামনা !

অর্জ্জুন। না বুঝি ইঙ্গিত ভদ্রে, ধরার মানব—
রূপসী নারীরে ডরি ভুজঙ্গিনী সম !
বিষে জরজর হ'য়ে কে চাহে মরণ ?
যে অমর, নীলকণ্ঠ, না ডরে গরলে—
বিচিত্র ভুজঙ্গহার তারি কণ্ঠে সাজে !
অমর বাঞ্ছিতা ধনি ! নরগৃহে কেন ?

উর্ব্বশী। মরে যে অমরী আজি নরজীব তরে !

হে নিষ্ঠুর ! রূপফাঁদে ধরি রমণীরে,
এবে রূপ-রসদানে বিরূপ কি হেতু !
ওরে নিঠুর নাগর !
বিফল করিবে যদি নারীর বাসনা,
কেন তবে রূপজালে বাঁধিলে তাহারে ?
কেন তবে দিলে দেখা হিমাচল বনে ?

অর্জ্জুন । হিমাচল বনে ?
কবচের তপোবিঘ্ন ক্ষণে ?
তোমারেই হেরেছিনু চঞ্চল কবচে
আকর্ষিতে লোলুপ ঈক্ষণে ?
হীনমতি হিংস্র যাদুকরী—
তুমি সেই ?
যাও-যাও—কুটিলা সর্পিনী—
অর্জ্জুন কবচ নহে—
না ভুলিবে পাপ ইন্দ্রজালে !

উর্ব্বশী । যাদুকরী ? কুটিলা সর্পিনী ?
ক্ষুদ্র নর করে এই স্পর্দ্ধিত সম্ভাষ
স্বর্গবাঞ্ছা উর্ব্বশীর প্রতি ?

অর্জ্জুন । উর্ব্বশী ? উর্ব্বশী তুমি ?

উর্ব্বশী । সত্য, সত্য, আমিই উর্ব্বশী !
কর ক্ষমা—রোষে জ্ঞানহারা—
কহিয়াছি কটুবাণী প্রিয়তমে মোর !
না, না সখা—কহ মোরে সর্পিনী, রাক্ষসী—

কিবা ক্ষতি তাহে ?
শুধু—শুধু - পায়ে ঠেলে হ'ওনা নিদয় !
দেখ—দেখ—সত্যই উর্ব্বশী !
অম্লান যৌবন চির এ তনুলতায়—
বসন্তের বিকশিত পুষ্পদাম সম !
পেলব এ যুগ্ম বাহু, এ রক্ত অধর,
এ পীন নিবিড় বক্ষ কামরঙ্গস্থলী,
কে আর উর্ব্বশী বিন পারে বল্লভেরে
প্রণয়ের দিতে উপহার ?
সত্যই উর্ব্বশী বঁধু—প্রেমার্থিনী তব !
লহ বক্ষে— বিলম্ব না সহে !

অর্জ্জুন। দেখি—দেখি—দেবি ! তুমিই উর্ব্বশী ?
লইও না অপরাধ ! হেরিব বারেক !
এই কান্তি মুনিমনোলোভা,
উদ্ভিন্ন যৌবনে যেন বিমোহন রূপ,
ঊষার উন্মেষ সম নবীন আলোক
চঞ্চল নয়ন যুগে—উর্ব্বশীর ইহা ?
যুগ পূর্ব্বে কৌরবের আদি পিতামহ
পুরূরবা যার প্রেমে হইলা উদাসী—
তুমি সেই অর্জ্জুনের নমস্যা উর্ব্বশী ?
মানিনু বিস্ময় দেবি ! বংশ পরম্পরে
কত কুরুরাজবৃন্দ শাসিয়া ধরণী,
কালবশে কালগর্ভে হইলা বিলীন—
তুমি আছ চিরস্থির অক্ষুণ্ণ যৌবনা—

রূপের শাশ্বতী মূর্ত্তি—সৌন্দর্য্যের দেবী।
লহ দেবি! পার্থের প্রণাম!

উর্ব্বশী। ধিক্—উন্মাদ প্রলাপ। ছিঃ—ছিঃ—
পুরুষের মুখে হেন বাণী বিবশা নারীর তরে
কেবা পুরুরবা?— মোর প্রেম সমুদ্রের
ক্ষণিকের চপল বুদ্বুদ।
দিন আসে—দিন যায়—
নিত্য নব অলি আসি করে আনাগোনা—
উর্ব্বশীর প্রণয়ের নিকুঞ্জ দুয়ারে।
নিত্য রাতি কাটে প্রেমোৎসবে—
নিশিশেষে শুষ্কমালা বিস্মৃত প্রেমের
বিস্মৃতির অন্ধকারে করি বিসর্জ্জন!
ওরে ছল কপট বঁধুয়া—কিবা চিন্ত' আনমনে?
কাল বয়ে যায়—
ফুরাবে যে সুখের যামিনী
পালটিতে আঁখির পলক!
আজি নিশি ভজিনু তোমারে—
আজি তুমি উর্ব্বশীর প্রেমের কাণ্ডারী
কামনার পারাবারে যৌবন তরীর!
নহে—নহে—আর নহে কথা!
ওরে মূঢ়—ত্যজ বাতুলতা,
ধৈরয না মানে আর রমণীর প্রাণ!

অর্জ্জুন। ধিক্ এই নির্লজ্জ কামনা—
উলঙ্গ কামের এই বীভৎস মুরতি!

যাও, মোরে কর পরিহার—
হীন লিপ্সা পূর্ণ কভু না হবে তোমার!
তীর্থ যাত্রী ব্রতাচারী আমি!

উর্ব্বশী। ব্রতাচার! তীর্থযাত্রা!
সে ত শুধু স্বর্গবাস আশে!
এই ত স্বরগধাম, স্বর্গাঙ্গনা আসি
সেবিছে চরণ তব প্রেমাঞ্জলি করে!
ওরে রে চপল, কেন কর ছল—
বাধা দিয়ে কেন্ কার কৌতুক?
আকুলতা কামিনীর মুখে—
শুনিতে কি এত লাগে ভাল?
রাখ বঁধু—ত্যজ কপটতা—
মরে নারী—তবু নাহি দয়া?
এস বাহুপাশে-এস এ উরসে—
সরস অধরে অধর পরশ দেহ!
ওরে মোর নবীন ভ্রমর!
তনুবনে ফুটেছে যে ফুল-
পশি সেথা মধু কর পান!
ধরি পায়—কথা না যুয়ায়—
রসনা বিবশ—ভাষা সরে না লালসে!
দুরুদুরু হিয়া, হৃদয় মথিয়া
যৌবন লুণ্ঠন কর সখা!

অর্জ্জুন। দূরে যাও নির্লজ্জা কামুকী—

কাম নহে অধিকারী স্পর্শিতে অর্জ্জুনে !
কৃষ্ণ সখা কামজয়ী কৃষ্ণের প্রসাদে !

উর্ব্বশী । আরে রে অধম !
উর্ব্বশীর প্রেমভিক্ষা কর প্রত্যাখ্যান ?
ভেবেছ কি মনে—
স্বর্গবাঞ্ছা উর্ব্বশীর করি অপমান
মর্ত্ত্যজীব তুচ্ছ নর যাইবে ফিরিয়া
নিরাপদে মর্ত্ত্যবাসে শির উচ্চ করি ?
অভিশাপ—অভিশাপ—
দলিতা সাপীর ফণা উগারিবে বিষ—
মর্ম্মাহতা রমণীর হৃদয়ের জ্বালা—
অভিশাপে দগ্ধ তোরে করিবে অর্জ্জুন !

অর্জ্জুন । দেহ অভিশাপ দেবি ! বরশমান তুমি—
আশীর্ব্বাদ সম তাহা ধরিব মস্তকে !

উর্ব্বশী । অহো—অসহ্য বিদ্রূপ !
রে দাম্ভিক ! ক্লীব সম আচরণ তোর—
যাচিকা নারীর পরে হীন অবহেলা !
দিনু অভিশাপ—
ক্লীবত্ব হইবি প্রাপ্ত বিসর্জ্জি পৌরুষ !

(প্রস্থান)

অর্জ্জুন । হা কৃষ্ণ ! কেশব ! সখা ! মৃত্যু দাও মোরে !
এর চেয়ে—এর চেয়ে—মৃত্যু বরণীয় !

(শচীর প্রবেশ)

শচী। ত্যজ ক্ষোভ কামজয়ী নরোত্তম শূর!
অভিশাপ পুষ্পমালা হবে কণ্ঠে তব!
দ্যূতকালে প্রতিশ্রুত ছিলে পঞ্চভাই
বর্ষকাল ছদ্মবেশে যাপিবে অজ্ঞাতে।
দেবতার আশীর্ব্বাদ—শোন সব্যসাচি।
ভস্মাচ্ছন্ন বহ্নি সম ক্লীব বেশ ধরি
বর্ষেক যাপিবে মাত্র উর্ব্বশীর শাপে —
বর্ষ-অন্তে শাপমুক্তি হবে পুণ্যবলে,
মেঘমুক্ত পার্থ রবি উদিবে ধরায়!

অর্জ্জুন। মাতা! মাতা! বহুমানে লইনু আশীষ।
লহ মাতা স্বর্গেন্দ্রাণি! প্রণতি পুত্রের।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

হিমাচলে কবচের তপোবন।

(কবচ)

কবচ। সদাভয়—মতিভ্রংশ হয়—
পুনঃ বা নারীর ফাঁদে জড়ায় অনঙ্গ!
দৈত্যের উত্তপ্ত রক্ত ধমনীতে বহে,
প্রলোভনে অনায়াসে লুব্ধ হয় হিয়া!
হে পাণ্ডব! জিত-কাম শুচি-শুদ্ধ বীর!
দাও গুরু দাও দেখা সঙ্কটের কালে!
নয়ন সম্মুখে রহ অধম শিষ্যের,
তোমার আদর্শ-বলে হব আত্মজয়ী!

(তপোমগ্ন)

(অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। নাহি জানি কেন মনে জাগিল বাসনা
হেরিতে তপস্যারত কবচে আবার!
স্বর্গের পাপের ক্লেদ পঙ্কিল প্রবাহে
বহিয়াছে অঙ্গ মোর বেষ্টি চারি ভিতে,
গ্লানি-অবসন্ন চিত্ত মাগে পরশন—
তপস্বীর পুণ্যস্নিগ্ধ নিঃশ্বাস পবন!
হে কবচ! বিশ্ব জুড়ি পাপের তাণ্ডব,
অহংমিকা দম্ভভরে জয়ধ্বজা তুলি

স্বর্গে মর্ত্ত্যে দিগ্বিজয়ে করে বিচরণ!
তপস্যা তোমার বন্ধু করিতে নিরোধ—
সে অবাধ স্বৈরাচার পুণ্যশক্তি বলে!
কর তপ—আমি হেথা রহিনু প্রহরী!
হউক তোমার জয়—বিশ্বরাজ্য মাঝে
সূর্য্যতেজে হোক পুনঃ ধর্ম্মের উদয়!

(নেপথ্যে সঙ্গীত)

একি! একি! বামাকণ্ঠ ধ্বনি
পুনঃ শুনি কবচের তপোবন পাশে!
পুনঃ কি উর্ব্বশী এল ছলিতে কবচে!
ক্ষমা না করিব—
গুরুদত্ত অমোঘ সায়কে—
মদনে উর্ব্বশীসনে নাশিব নিশ্চয়!

(মন্দিরা ও সখীগণের প্রবেশ ও সখীগণের গীত)

গান

সোণার তারাফুল—মোদের সোণার তারাফুল!
আজকে তোমায় লুকাই কোথায় ভেবে না পাই কূল!
আজ ভুবনে তুললে মাতন ঝড়ের পাখা সই!
রক্তরেখায় দিগ্‌বালিকার ললাট আঁকা ওই;
পূর্ণমসীর শশী ঢেকে উড়ল মেঘের চুল!

মন্দিরা। সখি! এই বুঝি সেই পুণ্য বন—
দৈত্যআশারবি যেথা সাধনা-মগন
দৈত্যের মুক্তি গালি!

তপোবিঘ্ন পিতৃব্যের করিওনা সখি—
দূর হতে পুণ্যমূর্ত্তি নেহারি বারেক
উদ্দেশে প্রণমি পায় লইব মেলানি।
হে পিতৃব্য। মন্দিরার পরিণয়-বলি
প্রয়োজন কাম-যজ্ঞে পাপ গন্ধর্ব্বের—
কেহ নাই মন্দিরারে রক্ষিতে সঙ্কটে,
দৈত্যকুল ব্যাকুল তরাসে।
হে পিতৃব্য। নাহি ক্ষতি, মরুক মন্দিরা।
চির বিদায়ের ক্ষণে দৈত্য গৃহ হ'তে
মাগি শুধু—সিদ্ধ হোক তপস্যা তোমার—
দৈত্যের দুঃখের নিশা হোক অবসান।
আর যেন দৈত্যকুল কুমারী নিচয়—
দেবতার লালসার নাহি হয় বলি
অভাগিনী মন্দিরার মত।

(প্রস্থানোদ্যত)

অর্জ্জুন। হে কুমারী। ক্ষণিক দাঁড়াও।
ধনুঃশর ধারী আমি—নহি শক্তিহীন
আর্ত্তেরে করিতে রক্ষা হ'লে প্রয়োজন।

মন্দিরা। কেবা তুমি বীরবর—এ বিজন বনে?
দেহের স্ফটিকস্বচ্ছ আবরণ ভেদি—
আত্মার প্রদীপ্ত অগ্নি ভাতে পুণ্যালোকে?
দৈত্যরাজ দুহিতার লহ নমস্কার।

অর্জ্জুন। কবচ পিতৃব্য তব কুমারী মন্দিরা?
কোন্ গন্ধর্ব্বের সনে বিবাহের ভীতি—

নয়ন-উৎপলে অশ্রু এনেছে তোমার ?
কহ বালা—তপোমগ্ন এখনো কবচ—
কবচের বন্ধু আমি—নিজ শৌর্য্য বলে
গন্ধর্ব্বে নাশিতে পারি চক্ষের নিমেষে
যদি বালা কর অনুমতি।

মন্দিরা। ক্ষম বীর মতিহীনা দানব সুতারে।
সুরদল গন্ধর্ব্বের বল---
সুরপাশে পদানত আজি দৈত্যজাতি !
তব অস্ত্র বিতাড়িত করিলে গন্ধর্ব্বে—
ক্রুদ্ধ দেবতার রোষ দহিবে দানবে !
তুমি ত রবে না বন্ধু ধনুঃশর ধরি
চিরদিন দৈত্যপুরে রক্ষিতে নিবাতে !
অপরের আনুকূল্য, ক্ষণিকের দান—
চির দিবসের দৈন্য ঘুচিবে কি তায় ?
ক্ষমা কর বীরমণি—করুণা তোমার
লইতে সাহস নাই দানব কন্যার।

অর্জ্জুন। তবে—তবে—এই শতদল
অযোগ্যের কণ্ঠভূষা হইবে ললনে ?
ধিক্ মোরে—নারিনু মুছাতে
অবলার নয়নের বারি।

মন্দিরা। কেন বৃথা পরিতাপ বীর !
যতদিন শক্তিহারা দানব নিচয়
কবচের তপাচারে না লভে শকতি,
ততদিন নিত্য সঙ্গী অশ্রু হাহাকার

তপ্তশ্বাস দৈত্যপুরে—দৈত্য অঙ্গনার।
বীরমণি—লইওনা অপরাধ।
হেরি মলিন বদন, করুণ নয়ন তব
অভাগিনী মন্দিরার তরে।
যদি কর দয়া—দেহ পরিচয়—
নাম তব আমরণ রাখিব স্মরণে।

অর্জ্জুন আমি দেবি, পাণ্ডব অর্জ্জুন।

(প্রস্থান)

মন্দিরা। অর্জ্জুন !—অর্জ্জুন। পাণ্ডব অর্জ্জুন।
হায় ভাগ্য—
চিত্রকেতু-অন্তঃপুরে প্রবেশের ক্ষণে
তোরণ প্রাঙ্গন হতে কেন বা হেরিনু
অপূর্ব্ব সৃষ্টির সার—পুরুষ রতনে ?
অর্জ্জুন—অর্জ্জুন- পাণ্ডব অর্জ্জুন।
এস—সখিগণ। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্বর্গ—তোরণ

(বর-বেশে চিত্রকেতুর প্রবেশ, সঙ্গে দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ)

চিত্রকেতু। দেব সেনাপতি! আপনি কিন্তু আমার সাথে সাথে থাকবেন! যে ডিঙ্গক র'য়েছে সেখানে—আমার ভয় করে! ব্যাটা গোঁয়ার—বর্ব্বর!

কার্ত্তিক। ভয় কি চিত্রকেতু—আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গেই আছি। দরকার হ'লে বাসর ঘরেও তোমার সঙ্গী হতে রাজী আছি।

চিত্র। না—না—না—না—না. ওই বাইরে থেকে পাহারা দিলেই হবে। ভয় হ'ল ওই ডিম্বককে। মন্দিরা লক্ষ্মী মেয়ে—একেবারে যেন লজ্জাবতী লতাটী। একটু ফিক্ ফিক করে হাসে যখন—এই গালদুটীতে টোল খেয়ে যায়—উ—হু—হু—হু!

কার্ত্তিক। ওকি, তুমি চক্ষু মুদে কাঁপ্‌তে সুরু করলে যে।

চিত্র। না—এই বল্‌ছি মন্দিরার কেশে ধ'রে আনবার কোন দরকার হবে না। আপনি ওই ডিম্বকটাকে সায়েস্তা করে দেবেন—আমি দেখ্‌বেন ড্যাং ড্যাং করে বাজনা বাজিয়ে টোপর মাথায় দিয়ে বৌ নিয়ে ফিরে আস্‌ব—হিঃ-হিঃ-হিঃ-হিঃ হিঃ—

কার্ত্তিক। ওকি, হেসে গ'লে পড়লে যে।

চিত্র। সে বৌ যে কি বৌ—হিঃ-হি-হিঃ-হিঃ হিঃ—দেব সেনাপতি! (অনবরত হাস্য) অমন বৌ কারু বাপ-দাদাও কখনো দেখেনি! কী তার রং—কী তার ঢং—কী তার চটক! তাক্ লাগিয়ে দেব দাদা!

কার্ত্তিক। তুমি বাজনা বাদ্যি নিয়ে এগোও চিত্রকেতু—আমার একটু কাজ আছে, আমি পিছে আসছি।

চিত্র। এঁ্যা—সেকি?

কার্ত্তিক। আমার কেমন ভাল লাগছে না চিত্রকেতু! (হতাশভাবে) তুমি করবে বিয়ে—কি তার রং, কি তার ঢং, কি তার চটক!—(সনিঃশ্বাসে) আর আমি ফ্যাল্ ফ্যাল করে তাকিয়ে থাক্‌ব—ও আমার ভাল লাগছে না!

চিত্র। (কার্ত্তিকের পায়ে ধরিয়া) আমার ভাড়ুবি করবেন না দেব সেনাপতি।

কার্ত্তিক। দেবরাজ যার কিছুতেই মত দিতে চান না—তাঁর আশঙ্কা কবচ সিদ্ধিলাভ করবে—অর্জ্জুন তার সহায়—এ সময় কালকেয় দৈত্যদের ঘাটান ভাল নয়। আমি যার জোর করে—এক রকম দেবরাজকে অগ্রাহ্য করে দেবসৈন্য সাজিয়ে তোমার সঙ্গে যাবার জন্য তৈরী হলাম—

চিত্র। আপনি আমার বাবা—বাবাও ছেলের বিয়ের জন্য অতটা করে না—

কার্ত্তিক। তাইত বলছি, এত কাণ্ডকারখানা ক'রে—এখন কিন্তু মনটা আমার বড় দমে যাচ্ছে। জানইত কামদেবের কী অত্যাচার আমাদের দেবতাদের উপর। আমি যদি শেষকালে মন্দিরার রং আর ঢং আর চটক দেখে—মাথা ঠিক রাখতে না পারি—

চিত্র। না হয় বেঠিকই হবে—বিয়েটা ত হয়ে যাক্—বৌটা ঘরে ত আসুক—তারপর আপনিই বা যাচ্ছেন কোথায—আমিই বা যাচ্ছি কোথায়। (সরোদনে) তাই বলে আমার ভরাডুবি করবেন—ও দেব সেনাপতি—আমার ভরাডুবি করবেন ?

কার্ত্তিক। পাগল। এত নাচ এই চিত্রকেতু ? ওকে লাথি মারবে না ত মারবে কাকে ?

চিত্র। আজ্ঞে সেনাপতি—দোহাই কিন্তু—ভরাডুবি করবেন না—দোহাই! এই মন্দিরার সঙ্গে বিয়েটা দিয়ে দিন—তারপর দেখবেন—তারপর দেখবেন—

কার্ত্তিক। হ্যা-হ্যা-হ্যা—আচ্ছা! টোপরটা কিন্তু শক্ত করে মাথায় এঁটে নিও চিত্রকেতু। বিয়ে যখন—এবার যদি সম্বন্ধীরা ঠাট্টা করে কাণ ধরেই টানে—টোপরটা যেন মাথা থেকে পড়ে না যায়। আরে—অপ্সরাগুলো গেল কোথায় ? যাত্রার মুখে বরযাত্রীদের একপাত্র করে সুধা দিয়ে মিষ্টি মুখ করাবে—এটুকু উপকারও কি তাদের দ্বারায় হবে না ?

চিত্র। এইও কে আছিস্—ডাক—ডাক্—উর্ব্বশী, রম্ভা, মেনকা সব্বাইকেই ডাক—সুধা দিক—মধু দিক—দেব সেনাপতি যা যা চান সব দিক।

(অপ্সরাগণের প্রবেশ, নৃত্য-গীত ও সুধা পরিবেশন)

গান

আজকে বঁধুর বিয়ে।
বন থেকে বেরুলো টিয়ে টোপর মাথায় দিয়ে।
আজকে বঁধু মোদের কেন ডাক ?
বধূ নিয়ে মধুর নিশা মজায় ম'জে থাক।
সুধার আশা মিটাও বধূর অধর-সুধা পিয়ে !

তৃতীয় দৃশ্য

কৈলাস পর্ব্বত (মহাদেব ও দুর্গা)

প্রমথগণের গীত

জয় শিবশঙ্কর ধূর্জ্জটী হর জয়।
বিশ্বের যত বিষ কণ্ঠেতে কর লয় !
দিগ্‌বাস ভূতপতি বিভূতি অঙ্গে,
শ্মশানে সদা গতি পিশাচ সঙ্গে—
বম্ ভোলা রবে নতি—করে চরাচর-ময়

দুর্গা। আজি কেন বিচঞ্চল হেরি ভোলানাথে ?
ডরি মনে শান্ত সিন্ধু হেরি উদ্বেলিত।

মহা। সবি জান বিশ্বমাতা—হিমাচল বনে
কবচের তপ পূর্ণ হইবে অচিরে।

দুর্গা। তপ পূর্ণ হবে সাধকের—
এর চেযে শঙ্করের কি আছে আনন্দ ?

মহা। সত্য দেবি। তপাচারে করি আত্মজয়
সাধক লভিলে সিদ্ধি—প্রীত সদাশিব !
কিন্তু নহে আত্মজয়ী দানব কবচ—
অন্তরে গোপনে রাজে ষড়রিপুচয—
শিব বরে শক্তি লভি হইলে দুর্ব্বার,
কাম ক্রোধ জিঘাংসায ত্রিলোক মাঝারে
ঘটাবে বিপ্লব ঘোর—ডরি মহেশ্বরি।

দুর্গা। নাহি বুঝি রহস্য ধূর্জ্জটি।
কেমনে লভিবে সিদ্ধি রিপুর সেবক ?

মহা। গুরুর প্রসাদে দেবি। আত্মজয়ী বীর,
নরদেব সব্যসাচি রক্ষিছে কবচে—
উগ্র নেত্রানলে তার হিমারণ্য হ'তে
তপোবিঘ্নকারী অরি লুকায তরাসে,
বিতাড়িত কামদেব—পরাস্ত বাসব—
নিঃশঙ্কে আচরে তপ দানব কবচ !

দুর্গা। শুনিনু অপূর্ব্ব বার্ত্তা—গুরুশক্তিবলে
আত্মবল-হীন দৈত্য লভে শিববর !
অসংযমী দৈত্য করে রুদ্রশক্তি সঁপি
বিশ্বের সংহার শেষে ঘটাবে কি নাথ ?

মহা। নিরুপায়—মহাদেবি—নিরুপায় আমি!
সাধকের ইচ্ছাশক্তি মর্ম্মগ্রন্থি মোর—
যবে করে আকর্ষণ নির্দ্দয় পীড়নে—
নাহি সাধ্য বাঞ্ছা তার রাখি অপূরণ!
যুগে যুগে এই মত নিমিত্তের ভাগী—
দৈত্যকরে জগতের হেরি নির্য্যাতন!
নীতিচক্র আঘূর্ণিত লীলাময়-করে,
ওঠে পড়ে দেব দৈত্য ইঙ্গিতে তাঁহার—
তপস্যার ফলদান ভার মাত্র মোর!
একি! একি! কৈলাস ভূধর-বক্ষ ভেদি
সামগান নিঃসারিত কার স্তব গানে?

(নেপথ্যে স্তব গান)

নমো নারায়ণ—নমো নারায়ণ!
দীনতারণ হরি—নমো ভয় বারণ!
হরি নারায়ণ—নারায়ণ হরি,
ভুবন পাবন দেহ চরণ তরী,
মুর-নাশন নমো মুরলীবাদন!

মহা। দেবি! দেবি! অচ্যুতের হল আগমন!
সিদ্ধগণ গাহে স্তুতি ব্যোমপথ জুড়ি।
হরি—হরি—বিশ্বদেব! নরদেহ ধরি
তবু তুমি ভোল নাই পাগল ভোলারে!

(কৃষ্ণের আবির্ভাব)

কৃষ্ণ। দিগম্বর মহারুদ্র কপর্দ্দী ভৈরব!
ধরার মানব কৃষ্ণ প্রণমে চরণে '
মহা। বনমালী বংশীধারী হে বিশ্বগোপাল '
পাগলে ভোলাও কেন ছল-চূড়ামণি '
ধরার মানব কিম্বা বৈকুণ্ঠের হরি—
লহ কৃষ্ণ ' শঙ্করের নতি রাঙ্গা পায় '
দুর্গা। আমি শুধু চেয়ে দেখি অপূর্ব্ব মিলন—
হরি-হর যুগ্মরূপে বিচিত্র প্রকাশ--
পরমাত্ম মহাশক্তি মহাবিরাটের!
হরি। হরি ' নতশির চাহে ঠাঁইতে
বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত ওই চরণ সরোজে '
পুনঃ চাঁদমুখ হেরি চাহে মাতৃক্রিয়া
পুত্র বলি নিতে অঙ্কে বিশ্বের পালকে
তুমি পুত্র তুমি পিতা চিরসঙ্গী তুমি—
চিরযুগ অদর্শন বিরহের ব্যথা--
দাঁড়াও অচ্যুত ' তৃপ্ত হোক দরশনে '
কৃষ্ণ। হায়—হায়--ঠেকিনু কি দায়!
বিপদে পড়িনু এসে পিতৃ মাতৃ পাশে '
দেখি দুই দেব দেবী সমান উন্মাদ—
মানবে করিতে চাহে বিষ্ণু চক্রপাণি!
কহি স্পষ্ট কথা—রাখ ছল মাতা!
—ছলনা করিলে রোষে ফিরিব ধরায়
আমি কৃষ্ণ গোপালক সুত—

বৈকুণ্ঠের কোন ধার ধারি না জীবনে !
ক্ষুধায় কাতর দেহ, দেহ অন্নপানি !

দুর্গা। অন্নপানি তোমারে কে দিবে চক্রপাণি !
অন্ন তব চতুর্ব্বেদ, বেদমূর্ত্তি প্রভু !
পানীয় অমৃত-গীতা—মুক্তিময়া বাণী !

কৃষ্ণ। ভাল—ভাল—বাক্য ব্রহ্ম শুনেছিনু কাণে !
হেরিনু ব্রহ্মাণ্ডময়ী বাক্যময়ী শুধু !
ক্ষুধা তৃষ্ণা হ'ল দূর—যাই গৃহে ফিরি।
শিবভক্ত কে সাধক কোথা করে তপ—
চঞ্চল শিবের মন যেতে তার পাশে !
আমি ব'সে শুধু কেন ঘটাই জঞ্জাল !

মহা। কবচের তপ-সিদ্ধি ঘটাইলে তুমি
প্রিয় সখা অর্জ্জুনেরে করিয়া নিয়োগ !
এইবার বিশ্বনাশী লভিয়া শকতি
কবচ যদ্যপি হয় ঘোর অত্যাচারী—
কহিও অর্জ্জুনে তব দমিতে তাহারে !

কৃষ্ণ। আমি ? আমি ? হের অপবাদ !
শোন মাতা সত্য কহি—বিন্দু বা বিসর্গ—
নাহি জানি কবে দৈত্য বরিল অর্জ্জুনে
গুরুপদে ! অর্জ্জুনে ভেটিব যবে পুনঃ,
অবশ্য প্রচণ্ড গালি দিব সে নির্ব্বোধে—
দানবের গুরু হয় কোন দুঃসাহসে !
কবচ যদ্যপি হয় ঘোর অত্যাচারী—
আমার তাহাতে ক্ষতি কিবা ?

আমি থাকি সিন্ধুমধ্যে দূর দ্বারকায়—
জরাসন্ধে যেথা হ'তে দেখানু হেলায়
বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ! কবচ কি করিবে আমার ?
যাই বৃথা বিতণ্ডায় ক্ষুধা ওঠে বেড়ে !
ইন্দ্র হ'ল অত্যাচারী—যদ্যপি কবচ
ইন্দ্রপাত করে বলে লভি শিবশূল,
আমার কি প্রয়োজন সে বৃথা চিন্তায় ?
কবচ হইবে পুনঃ ঘোর অত্যাচারী—
আশঙ্কা শিবের যদি—
শিবশূলসাররূপী অস্ত্র পাশুপত
লভি কোন দেব কিম্বা দৈত্য কিংবা নর
শূলধারী কবচের করিবে দমন !
চিন্তার কি প্রয়োজন—বুঝি না কিছুই—
ক্ষুদ্রবুদ্ধি নর আমি—ঘুরে ওঠে শির !

মহা। পাশুপত ? লভিবে সে আদি প্রহরণ
কবচ দমন তরে দেব কিংবা নর ?
নর ? কেবা সেই নর ? নহে কদাচন
নরদেহধারী কৃষ্ণ ?

কৃষ্ণ। অতীব ক্ষুধার্ত্ত আমি—কহি অকপটে !
মাতা—মাতা—ভাঙ্গড়ের সিদ্ধিভাণ্ড তুলি
ঢালিব কি শেষে কণ্ঠে উদর জ্বালায় ?

মহা। রহ ! রহ !—কৈলাসের বায়ুস্তর ভেদি
অসহ্য অনল শিখা ধায় উল্লম্ফনে—
শ্বাসরোধ হয় মহেশের !

কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! তপঃসিদ্ধ দানব কবচ !
তারি তপস্যার এই প্রদীপ্ত অনল !
দেবজয়ী অস্ত্র দৈত্য মাগে রুদ্রশূল !

দুর্গা। মাগে রুদ্রশূল ?

মহা। রুদ্রশূল মাগিছে কবচ !
কহ কৃষ্ণ ! মহাশক্তি মহামায়া কালি !
কহ মোরে—
অসংযমী দানবেরে অর্পিব কেমনে
মূর্ত্তিধারী শৈব তেজ সংহার ত্রিশূল ?

কৃষ্ণ। আমারে নহি। পুছ—দাও তারে শূল !
জঞ্জাল ঘুচায়ে চল—দেখি কিবা আছে
অন্নপূর্ণা মাতার ভাণ্ডারে !

দুর্গা। জানি না কৃষ্ণের মনে কিবা অভিলাষ—
কপটের লীলা নাথ ! বুঝিবারে নারি !
অচ্যুতের বাঞ্ছা দৈত্যে শিব শূল দান—
কর পূর্ণ বাসনা কৃষ্ণের !—

মহা। তাই হ'ক—তাই হ'ক—
পূর্ণ হ'ক ইচ্ছাময় বাসনা তোমার !
রে দৈত্য কবচ ! লহ সংহার ত্রিশূল !
পাপাচারে অগৌরব না কর তাহার !

(মর্ত্ত্যাভিমুখে শূল নিক্ষেপ)

দৃশ্যান্তর

হিমালয়-বনে তপস্যামগ্ন কবচ

কবচ। জয় শম্ভু ! মনস্কাম পূর্ণ এতদিনে !
গুরু ! গুরু ! পূর্ণ মনস্কাম—
তপঃসিদ্ধ দৈত্য আজি শিবের প্রসাদে—
শিবশূল করিয়াছি লাভ !
নাহি ডরি দেবদলে আর—
আখণ্ডলে পদাঘাতে স্বর্গভ্রষ্ট করি
বৈজয়ন্ত সিংহাসনে বসিবে কবচ !

(অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। প্রীত আমি দৈত্যবর ! কামনা আমার—
শিব বর-লব্ধ শক্তি কর নিয়োজিত
বিশ্বের কল্যাণে !
অধর্ম্মের স্বেচ্ছাচার হউক বিনাশ—
ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হ'ক তব বাহুবলে !

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কালকেয়পুরী

(নিবাত ও জম্ভক)

জম্ভক। সত্য কি বারতা দৈত্যপতি—
চিত্রকেতু গন্ধর্ব্বেরে প্রেরিযাছ দূত
আসিতে বিবাহ সাজে কালকেয পুরে ?

নিবাত। নহে মিথ্যা সেনাপতি।

জম্ভক। ধিক ধিক্ মহারাজ।
এর চেয়ে এ জাতির ধ্বংস ছিল ভাল।

(মন্দিরার প্রবেশ)

মন্দিরা। অনুচিত এ ধিক্কার পিতারে জম্ভক।
আমিই কহিনু তাঁরে ধরিয়া চরণ—
হাসিমুখে গন্ধর্ব্বের যাইব ভবনে—
জাতির নিধন নাহি হেরিব কলহে।
জাতিরে বাঁচায়ে রাখ শত দুঃখ সহি!
পিতৃব্য আসিবে ফিরে তপঃসিদ্ধি লভি—
নবতেজে দৈত্যজাতি হবে সুদুর্ব্বার—

অতীতের লাঞ্ছনার নিবে প্রতিশোধ !
অকালে অধীর হ'য়ে নাশিও না জাতি !

(নেপথ্যে শঙ্খ ও ভেরীধ্বনি)

জম্ভক। মহারাজ ! মহারাজ ! দেবতূর্য্যনাদ—
চিত্রকেতু এল বুঝি পুরীর দুয়ারে !

(দ্রুত প্রস্থান)

মন্দিরা। যাও পিতা—যাও তুমি জম্ভকের সাথে !
অধীর উন্মত্ত যুবা—যুক্তি নাহি মানে —
বিবাদ বাধায় বুঝি গন্ধর্ব্বের সনে !

নিবাত। যাই—যাই—মন্দিরা আমার—
সত্যই আসিল তবে বিদায়ের ক্ষণ ?

মন্দিরা। পিতা—পিতা ! চোখে কেন জল ?
(রুদ্ধস্বরে) কন্যা ত জনমে শুধু যেতে পরবাসে !

নিবাত। না—মন্দিরা—কাঁদি নাই আমি—
যাই দেখি—অতিথির করি অভ্যর্থনা।

(প্রস্থান)

মন্দিরা। হায় পিতা—প্রাণ জ্বলে যায়—
শুষ্ক হাস্যে কহ তবু শুষ্ক আঁখি তুলি—
"কাঁদিনি মন্দিরা আমি !"
এই মৌন আত্মত্যাগ জাতিরক্ষা তরে—
জম্ভক বুঝিবে কিসে নির্ব্বোধ সৈনিক ?

(নেপথ্যে বাদ্য ধ্বনি)

বাজিল মঙ্গল বাদ্য—এল চিত্রকেতু—
ওরে সখি ! বরমাল্য গেঁথে দে আমারে !

নিবাতের কন্যা আমি না কাঁদিব কভু—
শুষ্ক হাস্যে শুষ্ক আঁখি তুলি তার পানে,
গন্ধর্ব্ব পশুর পদে দিব আত্মবলি!
মরুক মন্দিরা—বেঁচে রহুক দানব!

(সখীগণের প্রবেশ)

মন্দিরা। আয় সখী—সাজায়ে দে মোরে।
দৈত্যপুর কন্যাগণ হেরুক হরষে—
ফুলসাজে পতিগৃহে চলেছে মন্দিরা!
শুধু মনে—আছে ত সজনি!
রাখিবি বসন-তলে শাণিত ছুরিকা,
কালকূট রত্নহারে রাখিবি লুকায়ে।
নিরালা বাসর কক্ষে নিশীথ শয়নে
বধূ সম্ভাষণে আসি হেরিবে গন্ধর্ব্ব
বিবর্ণ শীতল শব দৈত্যদুহিতার!

(সখীগণ মন্দিরাকে সাজাইতে লাগিল)

ছিঃ ছিঃ সখি—নৃত্য-গান গেছিস ভুলিয়া?
নাহি গান কারো কণ্ঠে বিবাহের দিনে?
ওকি—অশ্রু নয়নে সবার?
থাক্ থাক্ কাজ নাই গানে—
আয় সবে গলা ধরি কাঁদি প্রাণ খুলে!
নাহি তারো অবসর বুঝি—
আগত দুয়ারে চিত্রকেতু!—

(নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি)

বাজিছে মঙ্গলশঙ্খ—ওঠে উলুধ্বনি!

বিদায়। বিদায়—সখি।
আলিঙ্গনে মন্দিরারে দে তোরা বিদায়।
আয়—আয়—এই ফুলহার—
পারিবি—পারিবি—সখি—পারিবি কি তোরা
নিয়ে যেতে মন্দিরার পূজার অঞ্জলি—
সেই বনবাসী দিব্য পুরুষের পাশে—
নাম যার—নাম যার—পাণ্ডব অর্জ্জুন ?
[সখীকে পুষ্পহার প্রদান]
কহিস্ অর্জ্জুনে সখি দিয়ে ফুলহার—
মরেছে দানব কন্যা করিয়া কামনা—
পরজন্মে অর্জ্জুনের হ'তে কিঙ্করী।—
(নিবাত, জম্ভক ও চিত্রকেতুর প্রবেশ)

চিত্র। হেঃ হেঃ হেঃ—দৈত্যরাজ যা সম্মান করলেন—তা অকথ্য। এ রকম আদর জীবনে পেয়েছিলাম মাত্র আর একবার সেই যখন রম্ভাকে পৌঁছে দিতে গিয়েছিলাম বরুণের বাড়াতে। এত যে মন্দিরা—উঃ হুঃ হুঃ—লজ্জাবতী লতা—রে লজ্জাবতী লতা। বি হে ডিম্বক। বড় যে লাথি মেরে-ছিলে—এখন কি হয়? ভগ্নীপতি হ'তে যাচ্ছি—অপমান করবে—তার আর জো টী রইল না।

নিবাত। জম্ভক। বিবাহের আয়োজন কর—

চিত্র। না-না না—সে সব দৈত্যপুরীর বাইরে আয়োজন হয়েই রয়েছে। দেব সেনাপতি স্বয়ং শক্তিধর কার্ত্তিকেয় বরকর্ত্তা হয়ে এসেছেন কিনা। তার আদেশ হ'চ্ছে—মন্দিরাকে নিয়ে দেবশিবিরে যাওয়া হবে—বিবাহ হবে সেখানে! আমার আগমন শুধু মন্দিরাকে নিয়ে যাবার জন্যে। আর বিলম্ব করবার দরকার নেই—দেব সেনাপতি যেরূপ গোঁয়ার লোক—চাই কি

চ'টে যেতে পারেন। হেঃ-হেঃ-হেঃ—তবে হ্যাঁ—যতই চ'টে যান—মন্দিরার রূপের চটক দেখলে ঠাণ্ডা হ'তেই হবে তাঁকে, এ আমি জোর গলায়ই বলছি—

জম্ভক। মহারাজ! মন্দিরাকে শীঘ্র বিদায় করুন! এ বর্ব্বরতা অসহ্য—অসহ্য!

নিবাত। মন্দিরা!

মন্দিরা। শেষে কাঁদলে বাবা। বাবা! (নিবাতের বক্ষে মাথা লুকাইল)

চিত্র। কান্নাকাটী কেন—হাঁহে ডিম্বক! কান্নাকাটী কেন? এইত দুদিনের পথ—রথে চড়লে কতক্ষণ? আমার বা মন্দিরার আর সহসা আসা ঘটবে না—যে দেবতাদের ফরমাসের ঝক্কি! তা দৈত্যরাজের ত আর বেশী কিছু ঝামেলা নেই, তিনি মাঝে মাঝে দু'চার দিন মেয়ে জামাইকে দেখতে গেলেই হ'ল! কান্নাকাটী কেন? কেঁদে যদি আবার মন্দিরার চোখ লাল হয়ে ওঠে, মুখ কালো হ'য়ে যায়, তবে দেব সেনাপতি আমায় বলবেনই বা কি! আমি যার পই পই করে তাঁকে বলেছি—মন্দিরার কি রং, কি ঢং, কি চটক—

জম্ভক। মহারাজ—আমি অন্তরালে যাই—এ বর্ব্বরের বাক্যালাপ শুনেও ওকে লাথি মারব না—এতখানি ধৈর্য্য আমার নেই—

চিত্র। লাথি—আবার লাথি? ওহে ও ডিম্বক! এই বর্ব্বরের সঙ্গে শক্তিধর কার্ত্তিকেয় আছেন—ভুলে যাচ্ছ কেন? আপনার ডিম্বককে বুঝিয়ে বলুন—দৈত্যরাজ! এবারে আর লাথি মারা অত সোজা নয়!

(কার্ত্তিকেয়ের প্রবেশ)

কার্ত্তিক। কিসের বিলম্ব এত—না পারি বুঝিতে!
দৈত্যগৃহে কালক্ষেপ কেন চিত্রকেতু?

চ'লে এস অবিলম্বে মন্দিরারে ল'য়ে !
এই বুঝি মন্দিরা তোমার ?
মরি—মরি—সত্যই তো রূপ অপরূপ !
হেন নারী শোভে শুধু বক্ষে দেবতার !

চিত্র। আঁ্যা—আমায় বঞ্চিত ক'রে—ও দেবসেনাপতি ? একেবারে বঞ্চিত ক'রে ? এমন ত কথা ছিল না ! কথা ছিল বিয়ে আমিই ক'রব—তারপর আমিই বা যাচ্ছি কোথায়—আপনিই বা যাচ্ছেন কোথায় ?

কার্ত্তিক। আঃ—স্তব্ধ হও চিত্রকেতু !

জম্ভক। দৈত্যপতি ! কর আজ্ঞা—এ গ্লানির চেয়ে,—
মন্দিরার বক্ষে অসি হানিবে জম্ভক !
করিয়াছি মহাভ্রম গন্ধর্ব্ব কুক্কুরে
শুধুমাত্র পদাঘাতে করিয়া বিদায় !
করি নাই হত্যা তারে—এই পরিতাপ—
মন্দিরা হইত মুক্ত বধিলে তাহারে !

নিবাত। জম্ভক ! জম্ভক ! যাও—যাও কক্ষ ত্যজি !
শান্ত হও কার্ত্তিকেয়, মিনতি আমার !

(জম্ভকের প্রস্থান)

কার্ত্তিক। শান্ত হবে কার্ত্তিকেয় দেব সেনাপতি—
জম্ভকের দম্ভে কিন্তু ধ্বংস হবে জাতি !
এসলো মন্দিরা—চল দেব সৈন্যবাসে—

(মন্দিরাকে ধরিতে অগ্রসর)

মন্দিরা। অঙ্গস্পর্শ করিওনা দেবসেনাপতি—
চল কোথা ল'য়ে যাবে মোরে !

চিত্রকেতু। আহাহা—ক'রলেনই বা—তা একটু ক'রলেনই বা! তুমি হ'লে গিয়ে ওঁর—সেবকের বধূ—তুমি হ'লে গিয়ে—

মন্দিরা। স্তব্ধ হও পাষণ্ড গন্ধর্ব্ব!

চিত্রকেতু। চোখ রাঙাচ্ছ?—অ্যাঁ—চোখ রাঙাচ্ছ?—জানিস এখুনি তোকে চুলের মুঠি ধরে যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যেতে পারি—দেখি কে তোকে রক্ষা করে—

(মন্দিরার কেশাকর্ষণ)

(কবচের প্রবেশ)

কবচ। রক্ষিবে কবচ!—কুক্কুর—

নিবাত। কবচ! কবচ! ভ্রাতা!
এলি কি ফিরিয়া?

কবচ। এসেছি—এসেছি ফিরে রুদ্র বর লভি,
এসেছি দণ্ডিতে দৃপ্ত দেবতা নিকরে!
কার্ত্তিকেয়! পার কি চিনিতে? পড়ে মনে?
পদাঘাতে বিতাড়িত ক'রেছিলে যারে
সুরসভাগৃহ হ'তে দেবদলে মিলি—
পড়ে মনে সে দুর্ব্বল দানব কবচে?
পড়ে মনে সেই পদাঘাত?—
লহ আজি প্রতিফল তার! (কার্ত্তিককে পদাঘাত)
যাও স্বর্গে অঙ্গে মাখি দৈত্য পদরজঃ—
মন্দিরার লাঞ্ছনার যোগ্য প্রতিফল
কহিও অমরবৃন্দে—মিলিবে অচিরে—
সংহার ত্রিশূল করে অমরা জিনিয়া

আনিবে কবচ যবে বৈজয়ন্ত হ'তে
কেশে ধরি ইন্দ্রাণীরে কালকেয় পুরে ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মন্দাকিনী তীর

কৃষ্ণ ও কৃষ্ণসঙ্গিনীগণ ।

(কৃষ্ণসঙ্গিনীগণের গীত)

কালা তোমার কুটিল রীতি বুঝতে নারি—আমরা নারী !
মন-গোকুলে নদীকূলে সাজ'লে কেন বংশীধারী !
কোন্ কাননে বাজাও বাঁশী —কোন্ পথে নাও টেনে—
সরম করম দিলেম সঁপে ঐ চরণে এনে,
চাই শুধু প্রাণ-গাগরীতে প্রেম-যমুনার একটু বারি ।

কৃষ্ণ । ওই দূরে তপোমগ্ন সখা সব্যসাচি !
আলিঙ্গন আশে মোর ব্যাকুল পরাণী ।
সখা ! সখা ! পুণ্যব্রত বীর !
নর হয়ে নারায়ণে বাঁধিলে মায়ায় !
তুমি শ্রেষ্ঠ এ সৃষ্টির মধ্যমণি সম—
নিজ প্রতিবিম্ব কৃষ্ণ তোমাতে নেহারে ।

(প্রস্থান)

(উর্ব্বশী ও সখীর প্রবেশ)

উর্ব্বশী । যাও সখী ফিরে স্বর্গপুরে—
উর্ব্বশী ত্যজেছে স্বর্গ চিরদিন তরে !

ইন্দ্রের লভিয়া আজ্ঞা ভজিনু অর্জ্জুনে—
ফলে তার ক্ষুদ্র নর করিল অবজ্ঞা।
মর্ম্মদাহে অভিশাপ দিনু পার্থে যবে,
আবির্ভূতা শচীদেবী সান্ত্বিলা তাহারে—
"অভিশাপ পুষ্পমালা হবে কণ্ঠে তব !"
চির যুগ দেবতার করি উপাসনা—
এই তার পুরস্কার !
হায় ভাগ্য—স্বর্গরাণী দর্পিতা ইন্দ্রাণী
উর্ব্বশীর অভিশাপ করিল বিফল।

সখী। কোথা যাবে কহ লো উর্ব্বশী ?

উর্ব্বশী। যাব ?—যেথা যায় আঁখি—
অনাদৃতা মর্ম্মাহতা উর্ব্বশীর স্থান
কোথা আছে বিশ্বমাঝে জানিব কেমনে ?
যাও সখি অমরায়, ত্যজি উর্ব্বশীরে—

(সখীর নতমুখে প্রস্থান)

উর্ব্বশী লুকাবে মুখ গহন কাননে।

(কৃষ্ণের পুনঃ প্রবেশ)

কৃষ্ণ। ত্যজ ক্ষোভ সুবদনি। ত্যজ লো বিষাদ—
তোমার ব্যথার শান্তি হইবে অচিরে।

উর্ব্বশী। তুমি—তুমি চক্রপাণি ?
বিদ্রূপ করিতে কিবা এলে অবলারে ?
হে পাষাণ। সর্ব্বলোকে কহে—
বিষ্ণু উরু সম্ভবা উর্ব্বশী !

কি কারণে সৃজিলে তাহারে নারায়ণ—
এই অপমান যদি ছিল ভাগ্যে তার ?

কৃষ্ণ। আমারে পাষাণ বলি করিয়াছ মনে ?
ভাগ্য মোর এমনি বিরূপ।
নতুবা উর্ব্বশী—
চিরকাল জানি যারে নিতান্ত আপন,
সেও নাহি বুঝে হায়—
কেমনে কৃষ্ণের প্রাণ কাঁদে বেদনায়
উর্ব্বশীর হেরি অনাদর! অতি সত্য—
উর্ব্বশী আমার উরু-সম্ভবা অপ্সরা—
তার চেয়ে প্রিয় কিবা আছে কহ মোর ?
ভগ্নীপতি যদিও অর্জ্জুন মোর—তবু কহি—
অতি দর্প নহে শ্রেয় কভু।
উর্ব্বশীরে প্রত্যাখ্যান—কামে অপমান—
শাস্তি এর অর্জ্জুনের অবশ্য মিলিবে,
নহে মিথ্যা দর্পহারী কহে মোরে লোকে!

উর্ব্বশী। শ্রীনিবাস—দেহ পদাশ্রয়—
শচী অর্জ্জুনের দর্প চূর্ণ কর দেব!

কৃষ্ণ। অত্যন্ত গোপন কথা শুন মোর ঠাঁই—
কবচ লভেছে সিদ্ধি শিব সাধনায়—
শূন্য করে অতি শীঘ্র যাইবে স্বরগে!
কবচের অভিপ্রায় শোন লো উর্ব্বশী—
শচীরে আনিবে বলে কালকেয় পুরে।

উর্ব্বশী। শচীরে আনিবে বলে কালকেয় পুরে—
স্বর্গ-রাজ্য জিনি ?
দর্পচূর্ণ! দর্পচূর্ণ!
আর অর্জ্জুন ?—অর্জ্জুন ?

কৃষ্ণ। নাহি চিন্তা—কহি সুনিশ্চয়—
কবচ অর্জ্জুন-শিষ্য—কবচের করে
ইন্দ্রাণীর অপমান হইলে ঘটনা—
আত্মঘাতী সে লজ্জায় হইবে অর্জ্জুন।
এক লোষ্ট্রে যুগ্মপাখী হইবে নিপাত।
কেমন উর্ব্বশী—
তব লয় কিনা মনে যুক্তি মম ?
যাও এবে, শোভনা উর্ব্বশী—
যোগাও ইন্ধন শুধু
কবচের প্রতিহিংসানলে।
সর্ব্বশুভ হবে ধ্রুব কহি সার কথা।

উর্ব্বশী। তোমার আদেশ শিরে ধরিব অচ্যুত—
মনোবাঞ্ছা করিও পূরণ কৃপা করি।

(উর্ব্বশীর প্রস্থান)

কৃষ্ণ। সর্ব্বশুভ হবে সত্য—
দুষ্কৃতের হইবে বিনাশ!
ধর্ম্মবীর অর্জ্জুনের পুণ্যের আলোকে—
অধর্ম্ম আঁধার লুপ্ত হবে বিশ্ব হ'তে।
সখা—সখা—সম্মুখে তোমার আজি পরীক্ষা ভীষণ—

অদম্য পুরুষকারে সর্ব্ববিঘ্ন জিনি
একক হইয়া জয়ী নিজ শক্তি বলে—
দেব দৈত্য মানবের লভ প্রণিপাত !

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

স্বর্গ

(কবচ, জম্ভক ও দৈত্যগণ)

কবচ। আজি দিন প্রতিবিধিৎসার !
জাগিয়া দুঃখের নিশি শক্তি সাধনায়—
আজি নবতেজে দৈত্য পূর্ব্বাকাশ তলে
নবোদিত সূর্য্যসম উদিত আবার !
হে দৈত্য ! স্মরণ কর আজিকার দিনে—
দীর্ঘযুগব্যাপী প্রতি লাঞ্ছনার কথা—
অপমান তিরস্কার পলকে পলকে,
অলীক কল্পিত দোষে নির্ম্মম শাসন !
অন্তরে স্মরণ করি, কর দৃঢ়পণ
বিন্দুমাত্র কৃপা নাহি করিবে অমরে !
ইন্দ্র যমে পদাঘাতে চূর্ণিবে মস্তক,
দেবাঙ্গনা কেশে ধরি নিবে দৈত্যপুরে,

দেবশিশুগণে তুলি চরণে ধরিয়া
শিলাপরে বজ্রকরে ফেলিবে আছাড়ি !
জম্ভক ! আক্রম' স্বর্গ চতুরঙ্গবলে !

জম্ভক। অগ্রসর হও দৈত্য সেনা—
শূলকরে পৃষ্ঠ রক্ষা করিবে কবচ
শূলী শম্ভু, মহেশ্বর সম !
নির্ভয়ে মন্থন কর বৈজয়ন্ত পুরী !

(তুর্য্যধ্বনি ও সসৈন্যে প্রস্থান)

(নিবাতের প্রবেশ)

নিবাত। জয়ধ্বনি জয়োল্লাস, গৌরব উচ্ছ্বাস—
এর মাঝে অগ্রজের সতর্ক মিনতি
পশিবে কি কর্ণে তব দৈত্যেন্দ্র কবচ ?

কবচ। করে ধৃত বিশ্বধ্বংসী সংহার ত্রিশূল—
সতর্ক করিতে চাহ কিসের আতঙ্কে ?
কোন্ ডরে দৈত্যরাজ এখনো কাতর ?

নিবাত। করে ধৃত বিশ্বধ্বংসী সংহার ত্রিশূল—
তাই ডরি বিশ্বধ্বংস কর পাছে রোষে !
শোন ভাই—শিবশূল তাহারেই সাজে,
অটুট সংযম যার সদাশিব সম !
দুঃখের আঁধার নিশি যাপিছু নীরবে
জীবন্মৃত দানবের শিয়রে বসিয়া—
মেলিয়া বিনিদ্র আঁখি চির জাগরণে !
আজি ডরি সুখ উষা প্রভাতের সনে—

অসংযমে অনাচারে আপনার শিরে
রুদ্ররোষ আমন্ত্রণ করে বা দানব।

কবচ। অনুচিত হে অগ্রজ—কাতরতা এই।
দানব কাহারো পাশে লভেনি করুণা,
কেন সে করিবে দয়া চির অরিগণে?
বিশ্ববক্ষে একচ্ছত্র প্রতিষ্ঠার তরে—
নির্ম্মম করাল বেশে দোষের প্রকাশ,
প্রয়োজন গণি ভ্রাতা—গ্রাসিতে বিশ্বেরে।

(প্রস্থান)

(নেপথ্যে যুদ্ধ কোলাহল)

নিবাত। যশের সাথে ব্যথা দেবে না কাহারে—
ওরে ভ্রান্ত! চাহি স্নেহ চন্দন প্রলেপ।

(প্রস্থান)

(দ্রুত দেবনারীগণের প্রবেশ, পশ্চাতে কাশায় সৈন্যসহ জম্ভক)

জম্ভক। কর ধৃত দৈত্যগণ, নিয়ে যাও গৃহে—
দানবের উপভোগ্যা হোক দেবাঙ্গনা।

(দেবনারীগণের পলায়ন—দৈত্যগণ পশ্চাদ্ধাবন করিল)

(বন্দী দেবগণকে লইয়া কবচের প্রবেশ)

কবচ। এইবার দেবশ্রেষ্ঠ ইন্দ্র কার্ত্তিকেয়।
পদাহত কবচের লহ প্রণিপাত।
কহ কোন্ প্রিয়কার্য্য সাধিব সবার?
সুখাসনে দেবগণে বসা যে যতনে

পদসেবা করিবে কি কিঙ্কর কবচ ?
ক'য়েছিলে সগৌরবে দেব যজ্ঞস্থলে—
"কে না জানে দেবতার পদসেবা তরে
বিশ্বমাঝে দানবের হ'য়েছে জনম ?"

ইন্দ্র। উত্থান পতন নিত্য ঘটে ভাগ্যফলে—
ব্যঙ্গে কিবা প্রয়োজন কহ দৈত্যবর ?
আজিকে বিজয়ী তুমি দৈবের প্রসাদে—
জয় গর্ব্বে দেবগণে পার নিগ্রহিতে
যথা তব অভিরুচি।

কবচ। যথা অভিরুচি। অতি সত্য কথা ইন্দ্র।
অভিরুচি মম—
শচীসনে উপবনে বিহরিব যবে—
যতনে করিবে তুমি চামর বীজন।
আর কার্ত্তিকেয় !
মহৎ শঙ্কর-সুতে নাহি দিব ক্লেশ,
লৌহ পিঞ্জরের মাঝে গলে রজ্জু বাঁধি,
রাজপথ পার্শ্বে তাঁরে করিব স্থাপন—
আঁটি দিব ললাটে ফলক—
"দৈত্যকন্যা মন্দিরার অবমাননার !
পুরস্কার ভুঞ্জি আমি এ সুখ নিবাসে !"

কার্ত্তিকেয়। শিব বরে এত দর্প ! ভুলেছ দানব—
সেই শিব জনক স্কন্দের !
কার্ত্তিকের অপমানে টলিবে কৈলাস,
শিবশূল বাহুড়িবে শঙ্করের করে !

কবচ। শিব পিতা—সেই গর্ব্বে পতন তোমার!
তারক বিধ্বংসী শক্তি লভি পিতৃপাশে
সেই শক্তি নিয়োজিলে পাপের পোষণে;
ফল তার—শক্তি তব হ'ল শক্তিহীন!

(নিবাতের প্রবেশ)

নিবাত। সাবধান অনুজ কবচ!
পাপের পোষণে শূল করিয়া নিয়োগ
মহাশূলে শক্তিহীন করিওনা তুমি।
ছিঃ ছিঃ ভ্রাতা—করিয়াছ ইন্দ্রেরে বন্ধন?
ত্রিলোক পূজিত দেব শতক্রতু যিনি,
করুণা-মেঘের বারি বিশ্বে বরষিয়া
লোকস্থিতি কার্য্য যার - তাঁরে অপমান?
ইষ্টগুরু বরদাতা মহাকাল শিব—
তাঁর পুত্রে অমর্য্যাদা—মতিভ্রম এত?
মুক্ত -মুক্ত দেবগণ! ক্ষমিও কবচে—
সহজে দানব জাতি ক্রোধ পরবশ!

কবচ। মুক্ত? মুক্ত ইন্দ্র কার্ত্তিকেয়?
কবচে চরণাঘাত,
মন্দিরার কেশ আকর্ষণ—
এত পাপ করিব মার্জ্জনা?

নিবাত। ওরে ভাই, সেই পাপে পতন দেবের!
পতিত যে—তার পরে করি অনাচার—
আপনারে কলঙ্কিত না করে মহৎ!

কবচ। মুক্ত আমি করিব না সুরগণে কভু।

নিবাত। আমি রাজা দানব জাতির।
শূল তব কর বিদ্ধ হৃদয়ে আমার,
তারপর বসি রাজাসনে—
যথা ইচ্ছা পাপাচারে মাতিও কবচ।
ছিঃ ছিঃ—স্থৈর্য্যহীন চপল অন্তর—
কেমনে তুষিলে শিবে পরম বিস্ময়।
যাও, মুক্ত দেবগণ—যথা অভিলাষ।

(দেবগণ ও নিবাতের প্রস্থান)

কবচ। সত্য কহ সেনানী জম্ভক।
এই অপমান জালা সহিব না কভু
নিজশৌর্য্যে দেবদলে আনিনু বাঁধিয়া—
জ্যেষ্ঠের কি অধিকার কহ সেনাপতি—
দিতে মুক্তি হীনমতি অমর নিকরে?

জম্ভক। চিরদিন মতিচ্ছন্ন দৈত্যেশ নিবাত—
দেবপদাঘাত নিত্য করিয়া ভোজন
দেবভক্তি বাড়িয়াছে শশীকলাসম।
আমি ভাবি—অপরাধ না লও যদ্যপি—
কহি আমি এক কথা বীরেন্দ্র কবচ।

কবচ। কহ কিবা মনোগত অভিলাষ বীর—
দৈত্যপুরে তুমি মাত্র হেরি বুদ্ধিমান!

জম্ভক। দুর্ব্বল আছিল যবে কালকেয় জাতি—
নিবাত দুর্ব্বল-চেতা ছিল যোগ্য রাজা।
আজি তব বীর্য্যবলে উঠেছে দানব—

বীর-গর্ব্বে বিশ্বে আত্ম-প্রতিষ্ঠার তরে—
দেব নর সকলের রাখিয়া মস্তকে সুদৃঢ় চরণ !
যদি নাহি লও দোষ—কহি অকপটে—
যুগ-সন্ধিক্ষণে আজি দানব জাতির—
দানবের যোগ্য রাজা নহে সে নিবাত !

কবচ। তবে—তবে—

জম্ভক। আমি চাহি বসাইতে দৈত্য সিংহাসনে
সংহার ত্রিশূলধারী দৈত্যেন্দ্র কবচে !

কবচ। ধীরে—ধীরে—ধীরে সেনাপতি !
দানব জাতির যদি এই ইচ্ছা হয়—

জম্ভক। চির দানবের প্রথা পালিত দানব
চাহে আজি বিশ্ব বক্ষে করিতে রাজত্ব !
কবচের ছত্রতলে হইতে মিলিত -
আকিঞ্চন করে আজি সমগ্র দানব !

কবচ। ধীরে—ধীরে—প্রিয়বর —
কেমনে কঠোর বাণী কহিবে নিবাতে ?
চিরদিন স্নেহশীল অগ্রজ আমার !

জম্ভক। দৈত্য জাতি চাহে যদি বীরেন্দ্র কবচে
বসাইতে দৈত্য সিংহাসনে—

(নিবাতের প্রবেশ .

নিবাত। তাহে নহে নিরানন্দ কদাপি নিবাত !
রে কবচ ! পর শিরে এ রাজ মুকুট !
আজি হ'তে সিংহাসন হইল তোমার

দৈত্যের দুঃখের দিনে বক্ষের বেষ্টনে
কোনরূপে বাঁচাইয়া রেখেছিনু যারে—
সুদিনের আগমনে আজি বলীয়ান
চাহে সে উড়িতে উর্দ্ধে ত্যজি বক্ষোনীড় !
কবচ ! কবচ ! ভ্রাতা ! উঠুক দানব !
শুধু হে নবীন রাজা—রাখিও স্মরণে—
অভ্যুত্থানে নাহি হয় কল্যাণ কাহারো !
বিশ্বশৃঙ্খলার নীতি করিয়া সংচুর
দৈত্যের বিনাশ ভ্রাতা না কর আহ্বান !
জেনো সত্য—ব্যথিতের দীর্ঘতপ্তশ্বাস
শূলের অগ্নিও পারে করিতে নির্ব্বাণ !

(প্রস্থান)

কবচ। জম্ভক ! জম্ভক ! আন ফিরায়ে অগ্রজে !

জম্ভক। স্নেহ-দুর্ব্বলতা নাহি সাজে কবচের—
ভাগ্য মানি নিধাতের হইল সুমতি !
দেহ আজ্ঞা দৈত্যরাজ্যে করিব ঘোষণা--
সিংহাসনে কবচের হবে অভিষেক।

(প্রস্থান)

কবচ। সত্য বটে—দুর্ব্বলতা না সাজে আমার—
শিবশূল ধরি করে দৈত্য শুভতরে—
উঠুক দানব জাতি বীরত্ব গৌরবে !
মূর্খে কহে--অভ্যুত্থান পতনের মূল।
সংযম—সে দুর্ব্বলের ছদ্মবেশ শুধু,
মিথ্যা ভাণ—লুকাইতে ক্লীবত্ব আপন !

(উর্ব্বশীর প্রবেশ)

উর্ব্বশী। দৈত্যেশ্বর!

কবচ। কেও? তুমি—তুমি সেই দিব্যাঙ্গনা বুঝি—
হিমাচল বনে যারে হেরি তপকালে
আত্মহারা হ'য়েছিনু ক্ষণিকের তরে?
মরি—মরি—অপূর্ব্ব লাবণী!
কহ বালা—কোথা হ'তে এলে পুনরায়—
কেবা তুমি—কহলো রূপসী!

উর্ব্বশীর গীত

নন্দনেরি মধুবনে বঁধু আমার বাস—
যৌবনেরি সমীরণে রচি মধুমাস!
ভালবাসার ডালি এনে
দিনু তোমাব পায়,
তোমার ভালবাসার পবশ
আজকে পবাণ চায়!
ভালবেসে ভালবাসার পূবাও অভিলাষ!

কবচ। মরি—মরি—হেরিনি এমন আর!
এস ভুজপাশে আদরিণি!
অপরূপ হেরি ভাগ্যোদয়—
লভিয়াছি সিংহাসন—লভিনু প্রেয়সী—
স্বর্গ-মর্ত্ত্যে অতুলনা রূপে!

উর্ব্বশী। নহি—নহি—অতুলনা! ক'রনা ছলনা!
সত্য যাহা ক'রোনা গোপন!

কি ছার আমার রূপ ইন্দ্রাণীর পাশে ?
পদনখ যোগ্যা নহি তার !
ভাগ্যোদয় বলি মান লভিয়া আমারে,
শচীরে লভিলে বটে মানি ভাগ্য তব !

কবচ। শচী ! শচী ! করেছিনু পণ—
কেশে ধরি দৈত্যপুরে আনিব তাহারে !
চল প্রিয়ে বিলাস ভবনে !
সুধা মাখা করে মোরে দিবে সুধা ঢালি—
শুনিব শচীর কথা সুধা মুখে তব !
আসিবে না শচী মোর ঘরে ?
দৈত্যের সেবক ইন্দ্র ভাগ্য বিবর্ত্তনে !
সেবকের বধূ যদি হয় দুর্ব্বিনীতা—
কেশে ধরি আনি তারে করিব কিঙ্করী !

চতুর্থ দৃশ্য।

হিমাচল—উপত্যকা।

(নিবাত ও মন্দিরা)

নিবাত। যা মন্দিরা—শোন্ কথা—ঘরে যা ফিরিয়া !
বানপ্রস্থে আচারে দেহ শেষ তরে
চলিয়াছে পিতা তোর বিজন কাননে—
তুই কোথা যাবি তার সাথে ?

মন্দিরা। ঘরে যাব পিতা ? কোথা মোর ঘর ?

দৈত্যপুরে মর্ম্মর ভবনে,
নর্ত্তকীর নুপূর শিঞ্জনে—
নিত্য যেথা বিলাসের নব আয়োজন,
সেথা পিতা কোথা ঘর মন্দিরার তব ?
পিতৃব্য চৈতন্য হারা ফেরে দৈত্যপুরে—
দশদিকে দৈত্যগণ ধায় শস্ত্রপাণি
ইন্দ্রাণীরে অন্বেষিয়া আনিতে সবলে।
—হায় পিতা।
মন্দিরার কেশে ধরি মজিল দেবতা—
ইন্দ্রাণীর লাঞ্ছনার কিবা পরিণাম ?

নিবাত। সতীর ক্রন্দনে যবে টলে সিংহাসন
বিশ্ব নিয়ন্তার—
একমাত্র পরিণাম ধ্বংস পাতকীর।
দূরে—দূরে—মেরু প্রান্তে করি পলায়ন—
সেই পরিণাম বার্ত্তা যেন নাহি পশে
নিবাতের কর্ণে কন্যা সে আঁধার দেশে।

মন্দিরা। চল পিতা—সাথে তব যাইবে মন্দিরা !

নিবাত। যাইবে মন্দিরা চির তুহিনের দেশে
অন্ধকার মেরুপ্রান্তে বরিতে মরণে—
এই নব উন্মেষিত প্রথম যৌবনে—
অভাগিনী দুহিতা আমার !
মন্দিরা ! মন্দিরা ! মাগো।
পিতা হ'য়ে কেমনে সহিব—
কোরকে জীবন পুষ্প ঝরে যাবে তোর ?

মন্দিরা। কেমনে সহিতে পিতা—তব মন্দিরার
গন্ধর্ব্বের গৃহবাস হ'ত ভাগ্যে যদি ?

নিবাত। সত্য কন্যা ! তার চেয়ে শ্রেয় বহুগুণে,
এই স্বেচ্ছানির্ব্বাসন লোকচক্ষু হ'তে।
সন্ধ্যাবন্দনার কাল ব'য়ে যায় মোর—
ওই নির্ঝরের মূলে শিলাসনে বসি
ক্ষণকাল ইষ্ট চিন্তা করে আসি মাতা।—
ব'স তুমি এইখানে—

(প্রস্থান)

মন্দিরা। এই স্বেচ্ছা নির্ব্বাসন গ্রহণের আগে—
একবার পারিতাম প্রণমিতে যদি
তার পদে—নাম যার পাণ্ডব অর্জ্জন।
সে মোর প্রাণের সখা। প্রথম দর্শনে
কুমারীর প্রেমাঞ্জলি ঢালি দিনু পায়—
জানিলে না, দেখিলে না—চ'লে গেলে সখা—
আপনার পথ বাহি আপনার মনে।
—যেথা যাও যেথা থাকি—সে মোর সবিতা।
প্রাণ-সূর্য্যমুখী মোর চাহি তব পানে —
চেয়ে রবে নির্ণিমেষ নীরব ধেয়ানে।

(অন্তরালে গমন)

(অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। কবচে করিতে রক্ষা দিন গোঙাইনু,
নিজ কর্ম্ম করি পণ্ড—হেন মূর্খ আমি !

অথবা কৃষ্ণের ইচ্ছা—মিথ্যা অহমিকা
"আমি"—"আমি" করি কেন ভ্রান্ত এ গৌরব ?
কৌরবের দর্পনাশ— কার্য্য কেশবের
কবচের তপঃসিদ্ধি তাও কার্য্য তাঁরি।
কেবা আমি ?　কৃষ্ণ মহাসিন্ধুর বুদ্বুদ—
জন্ম কর্ম্ম মৃত্যু সব কৃষ্ণের ইচ্ছায়।—
নিভৃত বিজন হেরি গিরি উপবন—
কৃষ্ণের হইলে ইচ্ছা পাতিব হেথায়
— দৈব অস্ত্র লাভ আশে যোগাসন মম।
নীলমণিময় কৃষ্ণ এস প্রাণে মোর -
দেখাও সিদ্ধির পথ কিঙ্করে তোমার।

মন্দিরা।　(অগ্রসর হইয়া)—
দেহ আজ্ঞা আর্য্যপুত্র। শুভ্র শিলাতলে
যোগাসন বিরচিয়া জ্বালি হোমানল।

অর্জ্জুন　আঁ! আঁ!—কি কহিলে ?　কেবা তুমি বালা ?
আর্য্যপুত্র সম্বোধিলে মোরে কি কারণ ?

মন্দিরা।　নারী যে স্বামীরে ডাকে আর্য্যপুত্র বলি —
জানি না কারণ তার।
কেবা আমি ?　এত শীঘ্র পাশরিলে মোরে ?
মন্দিরা দানব কন্যা— যারে করুণায়
গন্ধর্ব্বের গ্রাস হ'তে রক্ষিতে পাণ্ডব—
গাণ্ডীবে পূরিতে শর আছিলে প্রস্তুত।
আমি সে মন্দিরা প্রভু ! শঙ্কর প্রসাদে

বিতাড়িয়া গন্ধর্ব্বেরে পিতৃব্য কবচ,
মুক্ত মোরে করিয়াছে—পার্থ সেবা তরে !

অর্জ্জুন। লো কল্যাণি ! বনবাসী তাপস ভিক্ষুক—
দৈত্যরাজ দুহিতার নহি যোগ্য পতি !

মন্দিরা। বিশ্বের মঙ্গল ভিক্ষা বিশ্বপতি পাশে
ব্রত যার—হে ভিক্ষুক ! পদরেণু তার
পরশিবে হেন ভাগ্য নহে মন্দিরার !
হে পাণ্ডব ! কেবা যোগ্য, কে অযোগ্য—
জানি ভাল মতে—
না চাহি ধরিতে চাঁদ ক্ষুদ্র বাহু তুলি।
শুধু যদি ভাগ্য গুণে হেরিনু চরণ,
চির নির্ব্বাসন ক্ষণে লোক চক্ষু হ'তে—
বারেক মিটায়ে সাধ নারী-জনমের
আর্য্যপুত্র সম্বোধন করিব পাণ্ডব।
আর্য্যপুত্র ! আর্য্যপুত্র ! নাথ !
দেহ আজ্ঞা—ধন্য হ'ক জীবন আমার—
যোগাসন সম্মার্জ্জন করিয়া স্বামীর—
একবার, মুহূর্ত্তের তরে !
তারপর তপস্যায় মগ্ন হও তুমি
দৈবশক্তি লাভ তরে দমিতে অরাতি—
আমি যাই পিতৃসনে মেরুপ্রান্ত দেশে,
চিরজন্ম তপস্যায় করিতে যাপন—
পরজন্মে পদাশ্রয় লাভের আশায় !

অর্জ্জুন। চির নির্ব্বাসন !

রাজকন্যা—কহ বিবরণ—
বুঝিতে নারিনু কেন দৈত্যপুরী ত্যজি—
দৈত্যেশ নিবাত যাবে চিরনির্ব্বাসনে !

মন্দিরা। দৈত্য-সিংহাসনে আজি আসীন কবচ—
নিবাতের নির্ব্বাসন বাঞ্ছা দানবের !

অর্জ্জুন। এত শীঘ্র মতি ভ্রংশ হ'ল কবচের ?
সংহার ত্রিশূল লভি—করিল সংহার
সর্ব্ব অগ্রে আপনার বিবেক বুদ্ধিরে ?
অপ্সরার ফাঁদ হ'তে রক্ষিয়া দানবে,
করিয়াছি মহাভ্রম হীন বুদ্ধি বশে।
কবচের তপঃসিদ্ধি বিশ্বনাশ তরে !

মন্দিরা। মন্দিরার পরিত্রাণ গন্ধর্ব্বের করে—
একমাত্র কবচের তপঃসিদ্ধি ফলে !

অর্জ্জুন। সত্য—সত্য—নারি বুঝিবারে—
বিশ্বচক্রী কেশবের লীলার মহিমা !
শুভাশুভ বিজড়িত জটিল বন্ধনে—
শুভেরে অশুভ হ'তে কে করে বিচ্ছেদ ?

মন্দিরা। আর্য্যপুত্র,
যোগাসন বিরচনে দেহ অনুমতি—
সন্ধ্যা বন্দনার শেষে আসিবেন পিতা—
যাব দোঁহে সুমেরুর পথে !
জীবনের পথে মোর পাথেয় কেবল,
পতির চরণ চিন্তা—রহিবে সম্বল !

(নিবাতের প্রবেশ)

নিবাত। পতির চরণ চিন্তা ! কে পতি মন্দিরা ?
বীরত্ব মহিমা দীপ্ত—দেবতা মূরতি—
গৈরিকে আবৃত তনু কে দিব্য পুরুষ ?
হে যুবক ! দেহ পরিচয় !

মন্দিরা। (নিম্নস্বরে) তৃতীয় পাণ্ডব—পিতা—বীরেন্দ্র অর্জ্জুন !

নিবাত। (ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া) এই তব প্রথম সাক্ষাৎ ?

মন্দিরা। পিতৃব্যে প্রণাম তরে তপস্যার কালে
এসেছিনু হিমাচলে সখীগণ সনে—
সেথায় ভেটিনু বীরে, রক্ষী তপোবনে—
পিতৃব্যের গুরু ইনি !

নিবাত। বরিয়াছ পতি বলি ইঁহারে মন্দিরা ?

মন্দিরা। (নীরব)

নিবাত। (ক্ষণকাল চিন্তা) সন্ধ্যা বন্দনার কালে ইষ্টের চরণে
মাগিনু কাতরে ভিক্ষা—চির বনবাস
মম দুহিতার ভাগ্যে নাহি ঘটে যেন।
প্রসন্ন দেবতা—ধন্য, মুক্ত আমি আজি !
মা মন্দিরা। বীরশ্রেষ্ঠে ক'রেছ বরণ—
পতির বল্লভা হও করি আশীর্ব্বাদ !

অর্জ্জুন। দৈত্যরাজ ! দৈত্যরাজ !

নিবাত। বাধা নাহি দাও পুত্র, মম আকিঞ্চনে।
দানব নন্দিনী ব্রত-সংযতা কুমারী
প্রত্যাখ্যান যোগ্যা নহে বীর পাণ্ডবের !

অর্জ্জুন। দৈত্যপতি ! ব্রহ্মচারী—তপাচারী আমি !

নিবাত। সহধর্ম্মিণীর মত তপাচারে তব—
মন্দিরা সঙ্গিনী হবে শুচিশুদ্ধ মনে!
মন্দিরা! অর্জ্জুন! দোঁহে করি আশীর্ব্বাদ
বিশ্বের কল্যাণ কর ধর্ম্মাশ্রয় করি!

(প্রস্থান)

অর্জ্জুন। এস দেবি তপোবনে তাপস পার্থের!
নাহি জানি একি খেলা খেলিলা কেশব।

(প্রস্থান)

(কৃষ্ণ সঙ্গিনীগণের প্রবেশ ও গান)

কাল-সাগরের কিনারে সই
কালো বরণ জেলে
মিটি মিটি হাসছে বসে জলেতে
জাল ফেলে!
অগাধ জলে উঠ্ছে সদাই
বিষম আলোড়ন,
হানাহানি নিতুই সখী
রোদন আবেদন
বেলা শেষে তুল্‌বে জেলে,
জাল গুটিয়ে হেলে।

(প্রস্থান)

(মন্দিরার প্রবেশ)

কে ইহারা বরাঙ্গনা সুশ্যাম বরণা—
পুণ্য জ্যোতি অঙ্গ হ'তে পড়ে বিচ্ছুরিয়া?
কোথা বায়ুভরে তারা হ'ল তিরোধান,

না হেরি নয়নে আর মূরতি তাদের—
শুধু দূর হ'তে কাণে পশিছে সঙ্গীত—
অস্পষ্ট মধুর ধ্বনি! কে আসে হেথায়?

(বৈদ্য বেশে কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। বৈদ্য আমি—ফিরিতেছি রোগীর সন্ধানে!
মন্দিরা। রোগী কোথা বৈদ্যরাজ এ বিজন বনে?
কৃষ্ণ। যেথা ভোগ—সেথা রোগ—শাস্ত্রের বচন!
সত্য কহ ভোগী কেহ নাহি কি হেথায়?
থাকে যদি—রোগী মোর মিলিবে নিশ্চয়!
আজকাল নাহি মিলে, মিলিবে পরশ্ব!
মন্দিরা। তাপসের তপোবনে কি ভোগ সম্ভবে?
কৃষ্ণ। সত্য যে তাপস—তার ভোগ তপস্যায়,
ব্রহ্মানন্দ রসপানে বিহ্বল অন্তর!
আর যে তাপস ভণ্ড—তপোবনে তার,
ভোগের সম্ভার শত রহে থরে থরে!
হেথা আছে ভণ্ড এক—করি অনুমান!
মন্দিরা। এ অপূর্ব্ব অনুমান কিসে বৈদ্য তব?
কৃষ্ণ। সুন্দরী কামিনী ল'য়ে করে তপাচার
ভণ্ড বিনা কি কহিব তারে?
শাস্ত্র কহে নারীসঙ্গ বর্জ্জনীয় সদা,
ধর্ম্ম-কর্ম্মে থাকে বাঞ্ছা যদি!
মন্দিরা। বৈদ্যরাজ—শুনেছ কি কর্ণে কদাচন—
যোগীশ্বর শঙ্করের নাম?

কৃষ্ণ। শুনি কিংবা নাহি শুনি—নাহি লাভ ক্ষতি—
রোগ যদি থাকে তার করিব আরোগ্য।

মন্দিরা। যোগীশ্বর শিব যিনি—আশ্রমে তাঁহার
ঐশ্বর্য্যময়ী দেবী ভবানী গৃহিণী।
তব মতে ভণ্ড নাহি মহেশের মত!

কৃষ্ণ। পড়িয়াছে মনে বটে—ভণ্ড নিঃসংশয়।
শুধু ভণ্ড? সিদ্ধি ভাঙ সদা করে তার—
পাগল সে নেশাখোর, কস তার কথা?
না হইত ভণ্ড যদি, শূল কি তাহার—
কাড়িয়া লইত কভু দানব কবচ?

মন্দিরা। নাহি জান না—বোঝ দেবতার লীলা
অসম্ভ্রমে কহ বাক্য উন্মাদের মত।

কৃষ্ণ। দেবতার লীলা নিয়ে থাকুন দেবতা—
ছুটো রোগী মিলে যদি, কড়ি পাই কিছু
কে আছ কোথায় রোগী এস মোর ঠাঁই—
ত্রিবিধ ব্যাধির জ্বালা নিমেষে জুড়াই।

(প্রস্থান)

মন্দিরা। এ অপূর্ব্ব বৈদ্যরাজ এল কোথা হ'তে?
যেথা ভোগ সেথা ফেরে রোগের সন্ধানে?

(অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। ধ্যান স্বপ্নাবেশ ভাঙ্গি, কী স্বর শুনিনু?
কে কহিল—কে কহিল—"ভণ্ড নিসংশয়?"
রোমাঞ্চ জাগিল দেহে সেই স্বর শুনি—

চকিতে আসন ছাড়ি ছুটিনু এ ভিতে—
কই কোথা—কোথা মোর সখা ?

মন্দিরা। সখা তব ! না চিনি সখারে গুণমণি—
এসেছিল বৈদ্য এক রোগীর সন্ধানে !

অর্জ্জুন। বৈদ্য ! বৈদ্য ! হা মন্দিরা ! সে বৈদ্যরাজ—
বিশ্বের ব্যাধির তাপ করিতে হরণ,
সুধাভাণ্ড করে সদা ফেরে দ্বারে দ্বারে !
ব্যর্থ সাধনায় মাতি হেলায় হারায়—
মূঢ় জন করায়ত্ত কামনার ধন !
কোথা সখা ! অর্জ্জুনেরে দাও পদাশ্রয় !

(উদ্‌ভ্রান্তবৎ প্রস্থানোদ্যত)

(ইন্দ্রের প্রবেশ)

ইন্দ্র। বাসবে আশ্রয় দাও বীর সব্যসাচি !

অর্জ্জুন। বাসবে আশ্রয় দিবে নগণ্য মানব !

ইন্দ্র। শঙ্কর করিলা আজ্ঞা—থাকে বিশ্বে যদি
আত্মজয়ী বীর কেহ, লভি সাধনায়
শৈব অস্ত্র পাশুপত— বধিবে কবচে !
শিবশূল নিবর্ত্তিবে হেরি পাশুপতে !

অর্জ্জুন। কে কহিল আত্মজয়ী পাণ্ডব অর্জ্জুন ?

ইন্দ্র। উর্ব্বশী ছলিতে যারে হইল বিফল—
মদনের ফুলশর ব্যর্থ যার পরে—
সে যদি না আত্মজয়ী, কে আর জগতে ?

অর্জ্জুন। কে জগতে আত্মজয়ী জানিনা। সে কথা—
আমি নহি—মুক্ত কণ্ঠে কহি তব পাশে!
সাক্ষ্য তার নিজ চক্ষে হের সুরপতি—
তপোবনে সাথে মোর সুন্দরী সঙ্গিনী!

ইন্দ্র। বৃথা তবে আগমন, দীন আবেদন?
হায় পার্থ কহ সত্য—ক'রোনা ছলন!
নাহি জান কি সে জ্বালা সহি দৈত্য করে!
স্বর্গচ্যুত নিত্য তারে ভ্রমি ছদ্মবেশে,
অমরায় অবিরাম দৈত্যের তাণ্ডব!
সহিতে সকলি, পার্থ—ক্ষীণ প্রত্যাশায়
তপস্যায় যাপি তাই দীর্ঘ শতযুগ
পুনঃ শক্তি লাভ আশে—শাসিতে দানবে!
কিন্তু কবচের দর্প লভিতে ইন্দ্রাণীরে—
সতীর মর্য্যাদা নাশে অগ্রসর আজি!
নীরবে করিব তবু কেমনে ফাল্গুনি—
দৈত্যপদে ইন্দ্রাণীরে করি সমর্পণ?

অর্জ্জুন। ছিঃ ছিঃ—ধিক—দুর্ম্মতি কবচ!
মজিবে—মরিবে দুষ্ট পাপ অনাচারে!
কিন্তু—কিন্তু—কহি আখণ্ডল!
কৃষ্ণের নির্দেশ লভি
সাধনায় আসিয়াছি গত বর্ষ কাল!
দেব দৈত্য কলহের অংশভাগী হ'য়ে
আর না কাটাব দিন অভিলাষ মোর!

মন্দিরা। সতীর মর্য্যাদা নাশ হেরিবে ফাল্গুনি?

অর্জ্জুন। শচী! শচী! মহীয়সী অমরার রাণী!
(ক্ষণকাল চিন্তিত ভাবে পরিক্রমণ)
শুরু বলি সম্বোধন ক'রেছে কবচ!
মাগিব শচীর মুক্তি—কবচের পাশে।
হে দেবেন্দ্র! পাদ্য-অর্ঘ্য লহ এ কুটীরে,
স্নান-অন্তে দৈত্যপুরে যাব ভিক্ষা তরে!
(ইন্দ্রসহ প্রস্থান)

মন্দিরা। যাই আমি—পাদ্য-অর্ঘ্য করি আয়োজন—
(প্রস্থানোদ্যত)

নেপথ্যে শচী। অর্জ্জুন! অর্জ্জুন বীর! রক্ষা কর মোরে!

মন্দিরা। একি! একি! শচীর ক্রন্দন—
রক্ষা কর—রক্ষা কর বলি!
ওই আসে এলোকেশী স্খলিত চরণা—
শচীর পশ্চাতে ধায় দানবের সেনা!
মাতা—মাতা! নাহি ডর—পার্থের আশ্রমে
নারীর লাঞ্ছনা করে—কেবা শক্তিমান?
(শচী ও তৎ পশ্চাতে জম্ভক ও দৈত্যগণের প্রবেশ)

শচী। কোথায় অর্জ্জুন, বালা, অর্জ্জুন কোথায়?

জম্ভক। অর্জ্জুন কোথায়! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—
সৈন্যগণ! ধৃত কর ইন্দ্রের পত্নীরে!

মন্দিরা। তিষ্ঠ দৈত্যগণ—কেহ চেন কি আমারে?

জম্ভক। একি! একি! মন্দিরা হেথায়?

মন্দিরা। মন্দিরা পার্থের পত্নী পার্থের আশ্রমে—
ইথে কহ কি বিস্ময়—হে ভ্রাতা জম্ভক!

জম্ভক। ত্যজ ইন্দ্রাণীরে—আজ্ঞা তব পিতৃব্যের।

মন্দিরা। ত্যজিব শচীরে?
এই হীন আজ্ঞা নহে মন্দিরার তরে।
যাও বীর কহ গিয়ে প্রভুরে তোমার—
পার্থের আশ্রমে আছে অমরার রাণী।
শূন করে কবচের হো'ক আগমন
গুরুহত্যা করি বন্দী করিতে শচীরে।

জম্ভক। পশ্চাতে কবচ আসে—কহিনু মন্দিরা।
নহে আর স্নেহময় পিতৃব্য তোমার—
ভৈরব দানব মূর্ত্তি—পাষাণ হৃদয়।
নিজ শুভ চাহ যদি, ত্যজ ইন্দ্রাণীরে

মন্দিরা। শুভ কোথা আশ্রিতে বর্জ্জিয়া?
যাও বীর—ভুলিয়াছে দৈত্যবীরগণ—
পরাধীনতার গ্লানি অসহ্য কেমন।
দানব দুহিতা কিন্তু ভোলেনি এখনো—
লাঞ্ছিতা নারীর চিতে জ্বলে হুতাশন।

(নেপথ্যে রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দ)

শচী। হা তাত কাহে পড়িলে সঙ্কটে—
আসিছে কবচ—ভগ্নি—প্রমাদ ভীষণ।
ওই ব্যোমপথে আসে দৈত্যের বিমান—
গ্রহ তারা কক্ষচ্যুত রথচক্রাঘাতে।
কহি বাণী—লো মন্দিরা! ত্যজ ইন্দ্রাণীরে—
পলায়ন নিরাপদে করুক ইন্দ্রাণী।
ত্যজ তারে—ত্যজ তারে—বাঁচাও নিজেরে।

শচী। যাই বালা—যাই আমি—
কৈলাসে আশ্রয় মাগি শঙ্করের পাশে।

মন্দিরা। কোথা যাবে মা জননী পুত্রগৃহ ছাড়ি?
হেথায় নির্ভয়ে রহ—অর্জ্জুনের দেহে
জীবন থাকিতে কেবা স্পর্শিবে তোমারে?

(নেপথ্যে কবচ)—জম্ভক! জম্ভক!

জম্ভক। কি কহিব দৈত্যেন্দ্র কবচে?
মতিহীনা মন্দিরার স্নেহে অন্ধ হ'য়ে—
বিপন্ন হইনু নিজে কবচের রোষে!

শচী। ঐ আসে দুর্ব্বার দানব—
কোথায় অর্জ্জুন? আমি যাই অন্তরালে!

মন্দিরা। শোন বাক্য—আমি আছি অর্জ্জুন ঘরণী!
কিবা ডর—হেথা মাত্র জগতের বুকে—
ইন্দ্রাণীর নিরাপদ আশ্রয় সঙ্কটে!

(কবচের প্রবেশ)

কবচ। ইন্দ্রাণীরে নিরাপদে কে দিবে আশ্রয়?
কেবা হেন শক্তিধর সপ্তলোক মাঝে?

মন্দিরা। ওহে পিতৃব্য—দিব আমি নিবাত নন্দিনী—
অর্জ্জুনের পর্ণগৃহে অর্জ্জুন গৃহিণী!

কবচ। অর্জ্জুন গৃহিণী তুমি? কিবা অঘটন!
তপ জপ ভুলি পার্থ প্রণয়ে মগন?
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—শুনিলে জম্ভক!
কবচ-বাঞ্ছিতা শচী লভিবে আশ্রয়—

তপোভ্রষ্ট অর্জ্জুনের পত্নীর সকাশে।
বাখানি সাহস কন্যা—লভিনু কৌতুক।
তপস্বীর গৃহবাস কর তুমি সুখে।
জম্ভক। শচীরে ধরি লহ দৈত্যপুরে।
নন্দিবা। নিবর্ত্ত জম্ভক—যদি মৃত্যু নাহি চাও।
কবচ। স্বপ্ন কি বা সত্য এই—নারি বুঝিবারে—
বিশ্বজয়া কবচেরে রক্ত আঁখি তুলি,
শাসিছে নিবাত কন্যা ভিক্ষুক ঘরণী?
কেশে আকর্ষিয়া যবে লাঞ্ছিল গন্ধর্ব্ব—
কে তোরে করিল রক্ষা রে মূঢ় বালিকা?
সেই দেবতার তরে [illegible] সনে
কর বাদ?

(অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। হে কবচ—হউক কল্যাণ!
কবচ। স্বাগত পাণ্ডব। কর বারণ ভার্য্যারে।
বিশ্বজয় করি [illegible] দানব কবচ
বালিকার [illegible] শা[illegible]ন?
জম্ভক—শচীরে কর গ্রহণ অচিরে।
বিঘ্ন যে করিবে—তার মৃত্যু সুনিশ্চয়।
অর্জ্জুন। দৈত্যবর—তব পাশে ভিক্ষা মাগি আমি—
শচীর মোচন
কবচ। উন্মাদ কি তুমি পাণ্ডু সুত?
লভেছি ইন্দ্রত্ব পদ সুকঠিন তপে—

কি কারণে, যদি নাহি পাইব শচীরে ?
যাও তুমি নিজ কার্য্যে—কিবা প্রয়োজন—
দেবদৈত্য দ্বন্দ্বমাঝে আবির্ভাব তব ?

অর্জ্জুন। একদিন ছিল প্রয়োজন—
হে দানব—তব পার্শ্বে মম আবির্ভাব !
সেই প্রয়োজনে যদি করিতাম হেলা—
আজি শূল না হইত তব আজ্ঞাবহ !
আজি পুনঃ প্রয়োজন গণিছে অর্জ্জুন—
মহাপাপে বিনিবৃত্ত করিতে তোমারে !
সাবধান দৈত্যবর—রমণীর আঁখি,
যদ্যপি বরষে অশ্রু তব অত্যাচারে—
সে অশ্রু অনলরূপে মহাশক্তি তব
শুষ্কতৃণ গুচ্ছসম দহিবে নিমেষে !
শচীরে মোচন কর—যাও নিজধামে—
আনন্দে যাপিবে দিন সতী আশীর্ব্বাদে !

কবচ। একদিন কবচের করিয়াছ হিত,
সেই দর্পে ক্ষুদ্র নর—কটুবাক্য তব
নীরবে সহিবে দৈত্য—ভাবিয়াছ মনে !
রে জম্বুক ! কবচের কঠোর আদেশ
বার বার কার ভয়ে কর অবহেলা ?
ইন্দ্রাণী এখনো মুক্ত ?

(কবচ শচীর দিকে অগ্রসর হইল)

অর্জ্জুন। হে কবচ ! তিষ্ঠ ক্ষণকাল !
তপকালে ক'রেছিলে গুরু সম্ভাষণ—

গুরু দক্ষিণার প্রার্থী আজি আমি বীর—
দক্ষিণা শচীর মুক্তি যাচি তব পাশে।

কবচ। রাজ্যখণ্ড চাহ যদি—দিব অকাতরে!
শচীর মোচন ভিক্ষা শুধু ছল তব—
দেবতার প্রীতিতরে বঞ্চনা আমারে!
অসম্ভব--অসম্ভব—শচীর মোচন।

অর্জ্জুন। গুরু দক্ষিণায় শিষ্য হইবে কাতর?

কবচ। গুরু যদি অসম্ভব করে আকিঞ্চন—
অপসৃত পথ হ'তে করিব সবলে।
রে জম্বুক! ধৃত কর ইন্দ্রের পন্থারে!

অর্জ্জুন। নহে অস্ত্রহীন পার্থ-- দুর্ম্মতি কবচ!
শিবশূলে প্রণমিয়া ধরিনু গাণ্ডীব—
অর্জ্জুনের মৃতদেহ না করি লঙ্ঘন—
ইন্দ্রাণীর দেহস্পর্শে— না হবে সক্ষম।

কবচ। গুরুবাণী করিনু সম্ভাষ একদিন,
তেই আজি শূলাঘাত না করিব তোরে।
রে নর! সম্বর শর দৈত্য কবচের!

অর্জ্জুন। শিষ্যহত্যা--অর্জ্জুনের নিয়তি নিশ্চয়!
(অর্জ্জুনের শরাঘাতে কবচের ধনু হস্তচ্যুত হইল।)
যাও দৈত্য গৃহে যাও! যুদ্ধজয় করি,
তবু আমি ভিক্ষা মাগি গুরুদক্ষিণায়—
তব পাশে শচীর মোচন!
গুরুরে অর্পিয়া ভিক্ষা যাও নিজপুরে!

কবচ। ব্যঙ্গ! ব্যঙ্গ! নরের বিদ্রূপ!

ভাবিয়াছ ইন্দ্রাণীর হইল নিস্তার ?
কবচের অপমান করি দর্প ভরে
ভাবিয়াছ যাবে ফিরে করিতে গৌরব ?
কহিয়াছি শূল নাহি আঘাতিব তোরে—
বেঁচে থাক্ আজি মূঢ় দৈত্যের দয়ায় !
কোথায় সংহার শূল—হও আবির্ভাব—
কবচে দুর্জ্জয় কর মহারুদ্র তেজে !

(শূলের আবির্ভাব)

মন্দিরা। আর্য্যপুত্র ! আর্য্যপুত্র !

শচী। অর্জ্জুন ! অর্জ্জুন ! পুত্র !

অর্জ্জুন। মাতা ! মাতা ! না হও অধীর !
সতীর লাঞ্ছনা হেরি বহিবে জীবন —
কৃষ্ণসখা সব্যসাচি এমনি কি হীন ?
আসে শূল ঘোরনাদে ইরম্মদ জিনি—
আবর্ত্তে আবর্ত্তে ঘিরি বহ্নিচক্র সম,
ভয়াকুল দিগ্‌গজের বৃংহণ আরাবে,
মিশিছে ডমরুমন্দ্র সঘনে গগনে—
ব্যোম শূন্য বিদারিয়া ধায় মহাশূল —
প্রলয় অকালে আজি করিল দানব !

কবচ। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ —
এস শচী অঙ্কলক্ষ্মী হইবে দৈত্যের !

(শচীকে ধারণ)

অর্জ্জুন। হে ত্রিশূল ! অর্জ্জুনের লহ প্রণিপাত—
হও অপসৃত—দণ্ড দিব পাতকীর !

একি ! একি ! মন্দিরা ! মন্দিরা !
চক্রাকারে বৈশ্বানর ঘিরি দানবেরে
আঘূর্ণিত লেলিহান জ্বলন্ত শিখায়—
দগ্ধ করে অর্জ্জুনেরে মহারুদ্র শূল,
অলঙ্ঘ্য অনল চক্র লঙ্ঘিবে কেমনে ?

কবচ। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

শচী অর্জ্জুন ! অর্জ্জুন !

(শচীসহ কবচের প্রস্থান)

অর্জ্জুন। রে দানব— হত্যা কর্—হত্যা কর্ মোরে—

নেপথ্যে কবচ। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

(কালকেয় পুরী - রাজ প্রাসাদ।)

(কবচের বিলাস কক্ষ)

নর্ত্তকীগণের গীত

বঁধুয়া কত ছল জানে!

হাসে মিঠি মিঠি—চঞ্চল দিঠি অবলার পানে হানে।

মিছে ওর কথা—মিছে আকুলতা—মিছে সই ভালবাসা—

লম্পট শঠ পালাবে কপট—দু'দিনে ফুরাবে আশা,

কথা শোন্ সই, কাণে কাণে কই, দূরে রই মানে মানে।

কবচ। প্রেয়সী উর্ব্বশী। দেহ সুধা।

উর্ব্বশী। দিব - দিব—দিব সুধা স্বর্ণ পাত্র ভরি।

আরক্তিম সুধা পিয়া নয়নে যখন

উৎফুল্ল আকুল দৃষ্টি হানিবে তৃষ্ণায়

নিবারিতে সে তৃষ্ণায় রক্তিম অধরে

ধরিব অধর সুধা তব তৃপ্তি আশে।

দৈত্যবীর। উর্ব্বশীর কায়মন প্রাণ-

বিক্রীত তোমার পায় কোটীকল্প তরে।

দর্প চূর্ণ ইন্দ্রাণীর করিয়াছ তুমি—

অতি দর্পী অর্জ্জুনেরে করেছ শাসন—
তোমারে অদেয় কিবা আছে প্রিয়তম ?
দাসী হ'য়ে চিরযুগ সেবিব চরণ,
যৌবন-পুষ্পিত অঙ্গে নিত্য নবরূপ—
ধারণ করিব তব সম্ভোগের তরে,
নৃত্যে গানে অবিরাম পুলক হিল্লোলে
মনোমরালীরে তব ভাসাইব সখা—
শ্রান্তিহীন ক্লান্তিহীন প্রণয় তরঙ্গে।

উর্ব্বশীর গীত

প্রাণের ভেলা ভাসবে মোদের,
প্রেম সাগরের জলে,
প্রেম-চাঁদিনী প্রাণকুমুদীর,
হাস্‌বে দলে দলে !
মিলন রাসে পরাণ দু'টী
নাচবে তালে তালে,
মিলন দোলায়, পুলক মাতন,
প্রেম-কদমের ডালে !
কাণে কাণে গুঞ্জনে দিন
কা'টবে পলে পলে !

কবচ। উর্ব্বশী ! উর্ব্বশী ! প্রিয়ে ! ধন্য জন্ম মোর -
সার্থক সাধনা উগ্র, অমরা বিজয় !
বিশ্বের সৌন্দর্য্যলক্ষ্মী বিশ্ববাঞ্ছা তুমি—

আজি তুমি হৃদয়ের রাণী কবচের।
শচী করে স্বর্গপুরে মিলিল লাঞ্ছনা।—
সে ক্ষোভ মিটাব প্রিয়ে, করি ইন্দ্রাণীরে
দাসী তব কালকেয় পুরে।
ওই হের কিঙ্করী নিকর—
শচীরে আনিছে তব পদসেবা তরে।

(শচীকে লইয়া দাসীগণের প্রবেশ)

কবচ। লহ দাসী—ঊর্ব্বশী—তোমার

শচী। দাসী! ঊর্ব্বশীর!
শচী দাসী—দৈত্য প্রেয়সীর
তরে মৃত!
অগ্নি জ্বলে যতক্ষণ দহে সে সংসার
যবে নেভে—নেভে সে নিঃশেষে।
ইন্দ্রাণী নিভিবে যবে—বিশ্বচক্ষু আর
ইন্দ্রাণীরে পাবে না খুঁজিয়া।
যতক্ষণ দেহে প্রাণ ধরিবে ইন্দ্রাণী—
জ্বলন্ত সে বহ্নিশিখা দহিবে দানবে।

কবচ। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ দহিবে দানবে?
তবে দগ্ধ কর নাই কেন লো রূপসী—
দৈত্যাগারে কেশে ধরি আনিনু যখন?
অর্জ্জুন অর্জ্জুন— বলি আর্ত্ত হাহাকারে—
কেন তবে উচ্চরবে কাঁদিলে ইন্দ্রাণী?

শচী। অনাচারী দেবতার পাতকের তরে

প্রায়শ্চিত্ত করে শচী নিজ লাঞ্ছনায়।
দৈত্যপুরে সপ্তদিবা রহিব বন্দিনী—
করিয়াছি পণ দৈত্য—মুক্তকণ্ঠে কহি
দেখিব এ সপ্তদিবা বন্ধন শচীর
টলাইতে পারে কিনা রুদ্রের আসন!
সপ্তদিবা তপস্যায় যোগিনীর মত
মাগিব দৈত্যের মৃত্যু দৈত্যপুরে বাস।

কবচ। আছে কি দ্বিতীয় শূল শঙ্করের পাশে?
প্রগল্‌ভ বালা! মৃত্যু মাগিবে দৈত্যের?
তার পূর্ব্বে সতী গর্ব্ব চূর্ণ করি তব,
তোমারে ভাঙ্গিব যোগ ধরিয়া কিঙ্করী।

(নিবাতের প্রবেশ।)

নিবা। সর্ব্বচূর করিলি আশা সকল দৈত্যের?
রে কবচ! কালি দিলি দানবের কুলে?

কবচ। একি! অগ্রজ হেথায়!

নিবাত। বানপ্রস্থ আগে—
যোগাসন পেতেছিনু বিজন কাননে।
জানিনা কেমনে, কে কহিল স্বপ্নে যেন—
শচীরে এনেছে ধরি সবলে কবচ,
সত্য-ধর্ম্ম দৈত্যপুরে বিপন্ন সতীর
ক্ষোভে রোষে জ্ঞানহারা যোগাসন ত্যজি
উন্মত্তের মত আমি ধাইনু কবচ!
রে কবচ! দৈত্যশিরে হানিলি কুঠার?
দানব জাতির ধ্বংস ঘটালি অজ্ঞান?

কবচ। যাও বনে হে সন্ন্যাসী! না হবে কবচ
বিচলিত—দুর্ব্বলের ভয়ার্ত্ত রোদনে!
মন্দিরারে কেশে ধরি করিল লাঞ্ছনা—
সে পাপের দণ্ড এই শচী-অপমান!
পাপ করি প্রায়শ্চিত্ত করে সর্ব্বজন—
দেবতা পাইবে কিসে পরিত্রাণ তাহে?

নিবাত। পাপ তরে প্রায়শ্চিত্ত অতি সুনিশ্চয়।
তেই ডরি তোর পাপে দৈত্যের পতন!
ওরে ভাই—না জানিস্ দীর্ঘ যুগ ধরি
কত ক্লেশ, কী লাঞ্ছনা সহিয়া দুর্দ্দিনে,
দানবে রক্ষিয়াছিনু অধর্ম্ম হইতে!
আজি গৌরবের ক্ষণে ডুবাইলি হায়—
সমগ্র দানব জাতি পাপ ঘূর্ণীপাকে?
জানু পাতি মাগি ভিক্ষা ক্ষমা দে কবচ—
প্রাণভিক্ষা দে আমারে দানব জাতির
ত্যজি ইন্দ্রাণীরে!

কবচ। কভু নয়—কভু নয়—কভু না ত্যজিব—
বরদাতা শম্ভু যদি মাগে যোড় করে!

নিবাত। কভু নয়? দৈত্যপুরী কলঙ্কিত হবে
মহাপাপী কবচের পাপের তাণ্ডবে?
তার পূর্ব্বে হোক তবে দেহান্ত আমার—
না হেরিব নিজ চক্ষে দৈত্যের বিনাশ।

(বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া পতন)

কবচ। অগ্রজ! অগ্রজ!

শচী। এই সে প্রথম বলি পাপযজ্ঞে তব!

দ্বিতীয় দৃশ্য

(বন পথ)

মন্দিরার প্রবেশ।

মন্দিরা। ক্ষিপ্ত সম আর্য্যপুত্র ধায় বনমাঝে—
কেশব—কেশব—করি কাঁদে হাহাকারে
কভু রোষে গরজিয়া মহারণ সম—
উল্লম্ফে কাহারে যেন ধায় আক্রমিতে,
ক্ষণেকে সম্বিতহারা লুটে ধরণীতে।
[illegible] তকীর বরে –
সম্বল [illegible] দেব বিড়ম্বনে।
"কোথা কৃষ্ণ"—আর্ত্তনাদ ফাল্গুনির মুখে,
কোথা কৃষ্ণ দাও দেখা বাঁচাও অর্জ্জুনে।

(বৈদ্যবেশে কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। কে কোথায় আছ রোগী এস মোর ঠাঁই –
ত্রিবিধ ব্যাধির জ্বালা নিমেষে জুড়াই।

মন্দিরা। সেই বৈদ্য— সেই বৈদ্য [illegible] কণ্ঠস্বরে
যোগাসন ত্যজি স্বামী উঠিলা ত্বরিতে।
এই সেই বৈদ্যরাজ— আর্য্যপুত্র কহে –
সুধাভাণ্ড করে যেই ফিরে দ্বারে দ্বারে—
জগতের ত্রিতাপ নাশিতে।
বৈদ্যরাজ! প্রণমি [illegible] নারায়ণ!
ভিক্ষা চায় [illegible] স্বামীর জীবন।

কৃষ্ণ। মনে পড়ে কিনা তব--কহিনু সেদিন
কেমনে মিলিবে রোগী দুই চারি দিনে ?
দেখেছি স্বামীরে তব আসিতে কাননে--
হ'য়েছে উন্মাদ ব্যাধি স্পষ্টই হেরিনু !
দুই পথে হ'তে পারে আরোগ্য ইহার !

মন্দির। দুই পথ !

কৃষ্ণ। ধীরে সুস্থে বসি বসি আচার সংযমে,
নির্বাচিত পথ্যে আর ঔষধ সেবনে,
দীর্ঘদিন চিকিৎসায় হবে নিরাময়—
সারিবে উন্মাদ রোগ—কিন্তু আছে ভয়
মেরুদণ্ড ক্ষীণ হয়ে শয্যায় পড়িয়া
জীবন্মৃত আমরণ রবে স্বামী তব।

মন্দির। জীবন্মৃত ! [illegible] বৈদ্যরাজ !

কৃষ্ণ। আয়ুর্ব্বেদ যাহা কহে—কহি সেই কথা।
অন্য পথ আছে এক—মাত্র সপ্তদিন-
সপ্তদিন লাগে মাত্র সেই চিকিৎসায়।
তবে বড় সুকঠিন, পার কি না পার !
ঔষধ সে আছে মাত্র কৈলাস পর্ব্বতে !

মন্দির। কৈলাস পর্ব্বতে মাত্র আছে সে ঔষধ ?
কার ঠাই মিলিবে ঔষধ বৈদ্যরাজ ?

কৃষ্ণ। সেই দিব্য ঔষধের ভাণ্ডারী শঙ্কর—
কারো কাছে নাহি আর কহি সার কথা।
তাহাতে কৃপণ বড় অভাগা ভাঙ্গড়—
বলে যে লইতে পারে—দেয় শুধু তারে।

দিনু উপদেশ মন্ত্র--নহি ত ঔষধ
পার যদি এনে দাও স্মরণ তোমার ! (প্রস্থানোদ্যত)
(ফিরিয়া) কোথায় কৈলাস বুঝি চেন নাক' পথ ?
সহজ সঙ্কেত বলি--উত্তর মুখেতে
অগ্রসর হ'লে কর্ণে শুনিবে কেমন—
বাঁশীর ধ্বনির মত দূর বেণু স্বন !
বাঁশী নহে—বাতাসের শব্দ ওই মত—
সেই শব্দ লক্ষ্য করি দক্ষ যদি যাও—
চারি পাঁচ দিনে তার মিলিবে কৈলাস ।

(প্রস্থান)

মন্দিরা । সহজ সঙ্কেত সত্য—যথে [illegible] যা
দেখাইলে কৈলাসের পথ দক্ষিণিরে -
সহজ সঙ্কেত ! শুধু, কঠিন কেশব
সবারে ভাঙড় পারে, ঔষধি গহণ !
কেন আমি ভেবে মরি পার্থ সখা হরি !
তব কার্য, তুমি কর বিশ্ব চক্রধারী !

(অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন । রে দানব ! হত্যা কর হত্যা কর মোরে—
বিশ্বের ঘৃণার পাত্র করিয়া অর্জ্জুনে—
না যাস্ রাখিয়া তারে পরাণে বাঁচায়ে !
—কাপুরুষ ! কাপুরুষ ! শিবশূল হেরি
অগ্নির জ্বালায় ভয়ে হ'ল পরাঙ্মুখ !
দগ্ধ হবে সেই ডরে হল আত্মহারা—

এমন ভাবেরে কৃষ্ণ ডাকে সখা বলি ?—
সখা ! সখা ! অর্জ্জুনেরে ত্যজিলে কেশব ?
কৃষ্ণহীন প্রাণ কেন রহিল পার্থের ?

মন্দিরা। কৃষ্ণ তব ত্যজে নাই তোমারে ফাল্গুনি !

অর্জ্জুন। ত্যজে নাই ? কি কহিছ বাতুলের মত ?
কৃষ্ণ না ত্যজিলে মোরে ক্ষাত্রধর্ম্ম ভুলি
প্রাণ ভয়ে হেরিতাম শচীর হরণ ?—
ওই—ওই—সকাতর শোন হাহাকার—
"অর্জ্জুন—অর্জ্জুন" বলি কাঁদিছে ইন্দ্রাণী !
যাই—যাই—কেঁদ না জননী—
শূলমুখে দিব ঝাঁপ তব রক্ষা তরে !

(ছুটিয়া প্রস্থানোদ্যত)

মন্দিরা। কোথায় ইন্দ্রাণী, নাথ, কোথায় রোদন ?
কল্পনায় পাও ব্যথা ! ধৈর্য্য ধর চিতে !

অর্জ্জুন। কোথায় ইন্দ্রাণী, সত্য ! কোথায় রোদন ?
দৈত্যপুরে দৈত্য করে সহে নির্য্যাতন !
হায় ধিক্—ধিক্—অর্জ্জুনেরে !
দৈত্যের সাধনে মূঢ় হইয়া সহায়,
ঘটাইল বিশ্বমাঝে পাপের উত্থান !

(জম্ভকের প্রবেশ)

জম্ভক। পাপের উত্থান সত্য—ধর্ম্মের পতন !
ধর্ম্মপ্রাণ দৈত্যপতি বরিল মরণ।

মন্দিরা। কি—কি—কি কহিলে—কাহার মরণ ?
মরণে বরিল কেবা ? পিতা কি আমার ?

অন্তক। ভগ্নি! ভগ্নি! অনুতাপে জ্বলে চিত্ত মোর!
পিতৃহীনা অভাগিনী মন্দিরা আমার!
পিতৃহীন দৈত্যজাতি নিবাত মরণে

মন্দিরা। পিতা! পিতা!

(হস্ত দ্বারা মুখ আবৃত করিল)

অন্তক। শুনি বার্ত্তা দৈত্যকরে শচীর হরণ,
যোগাসন ত্যজি রাজা ধাইল তরাসে—
জানু পাতি ভ্রাতৃপাশে মাগিল কাতরে—
'সতীর মর্য্যাদা ভিক্ষা দে মোরে কবচ।"
কটুভাষে উপহাস করি দৈত্যপতি
কহিল "না দিব মুক্তি শিবেরো আদেশে।"
মর্ম্মাহত পিতা তব, ভগিনী আমার!
নিজ বক্ষে নিজ করে হানিয়া কৃপাণ—
দে[illegible]র পা[illegible]র ভবে ত্যজিল জীবন।

অর্জ্জুন। নহে ভীরু অর্জ্জুনের মত।
ধর্ম্মবীর ধর্ম্মতরে দিলা আত্মবলি—
অর্জ্জুন রহিল বেঁচে শুনিতে শ্রবণে—
শচীর সম্ভ্রম নাশ কবচের করে।

অন্তক। গর্ব্বভরে প্রচারিল মদান্ধ কবচ—
'সপ্ত দিবানিশি ভিক্ষা দিনু ইন্দ্রাণীরে—
সপ্ত দিবা নিশি ধরি রহিব প্রস্তুত
শচীর উদ্ধারকামী দেব দৈত্য নরে—
ভেটিতে সংগ্রামে।
সপ্তদিবা নিশি শেষে,
দৈত্যঅঙ্কলক্ষ্মী বলে করিব শচীরে।

অর্জ্জুন। সপ্তদিবানিশি! সপ্তদিবানিশি!

জম্ভক। অনুতাপে জ্বলে চিত্ত বীর সব্যসাচি!
নিবাতের রাজ্য ত্যাগ ঘটাইনু আমি,
সহস্র কবচে আনি নিতে সিংহাসন—
দানবের অভ্যুদয় আশে।
ভাবি নাই সিংহাসনে বসিয়া কবচ—
পাতকে দেবতা চেয়ে শতগুণ পাপে
বিশ্বমাঝে দৈত্যনাম করিবে ধিক্কৃত!
অনুতাপে মর্ম্মদাহে কহিনু কবচে—
'ইন্দ্রাণীরে ছাড় কিবা মুক্তি দাও মোরে
তব পাপ সহচর না হব আর!'
দর্পেতে নিগড়িল আমারে কবচ!

অর্জ্জুন। সপ্তদিবানিশি মাত্র! সপ্তদিবানিশি!
কি কহিল সুরপতি বাসব আমারে?—
আছে অস্ত্র পাশুপত শঙ্করের পাশে—
সাধনা করিলে পার্থ লভিবে নিশ্চয়!
সপ্তদিবানিশি মধ্যে মহেশে তুষিয়া
পার্থ কি লভিবে অস্ত্র—মন্দিরা, জম্ভক?
জপ, তপ, আরাধনা, সাধনা, সংযম—
সপ্তযুগ অতিবাহি নারিব লভিতে!

মন্দিরা। সপ্তদিবানিশি দ্রুত চলিলে ফাল্গুনি
মিলিবে কৈলাসগিরি শিবের আলয়!
দুই দিনে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে তুষিয়া শঙ্করে,
পার্থ কি নারিবে নিতে অস্ত্র পাশুপত?

অর্জ্জুন। দ্বন্দ্বযুদ্ধে! দ্বন্দ্বযুদ্ধে! মন্দিরা! মন্দিরা!

মন্দিরা। কহিলা তোমারে বৈদ্য—কৃপণ শঙ্কর
শক্তিহীনে শক্তিদানে বিমুখ সতত।

অর্জ্জুন। বৈদ্য—বৈদ্য—বৈদ্যরাজ কেশব আমার—
ত্যজেনি আমারে সখা এ ঘোর সঙ্কটে!
মন্দিরা—মন্দিরা—কৃষ্ণ এসেছিল পাশে—
ক্ষাত্রধর্ম্ম উপদেশ দিয়াছে অর্জ্জুনে।
নহে অশ্রু—তপ, জপ, কাতর মিনতি—
হৃদয়ে র'য়েছে কৃষ্ণ, বাহুতে শকতি—
কোথা লুক্কায়িত শক্তি কৈলাস ভূধরে—
ভাণ্ডার লুণ্ঠন করি আনিব সবলে—
পাশুপত শৈব অস্ত্রে নাশিব দানবে।

(নেপথ্যে বংশীধ্বনি)

মন্দিরা। শুন—শুন—বাঁশী বাজে কৈলাসের পথে—

অর্জ্জুন। কৃষ্ণের বাঁশরী বাজে কর্ত্তব্যের পথে—
হে বন্ধু পার্থের গুরু! শক্তি কর দান—
সতীর মুছাতে অশ্রু, শক্তীশ্বর হ'রে
ভেটিব সম্মুখ রণে দিব্য অস্ত্র তরে।

তৃতীয় দৃশ্য

কৈলাস পর্ব্বত

মহাদেব—দুর্গা

মহা। হেরিবে অপূর্ব্ব দৃশ্য—শোন শক্তীশ্বরি!
মহাকালে জিনিবারে নরের উদ্যম!

দুর্গা। কেবল দুঃখের ছল—বাড়াতে জগতে
প্রিয় সখা, নরোত্তম পার্থের গৌরব!

মহা। গৌরবের পাত্র দুর্গে! আত্মজয়ী বীর
বিশ্বজিত ব্রতধারী পুণ্যাত্মা অর্জ্জুন!
সপ্তদিবানিশি মধ্যে শেষ পঞ্চদিন—
দুই দিনে মম পাশে লভি পাশুপত
কবচ-নিধন মাগে শচী-শক্তি তরে!

দুর্গা। দুর্ম্মতি দৈত্যের নাশ হোক বিশ্বনাথ!
পাশুপত দাও পার্থে, মুক্ত হ'ক শচী!

মহা। কে দিবে কাহার অস্ত্র—কহ মহেশ্বরি!
শক্তির ভাণ্ডারী মাত্র মহাকাল আমি—
অর্জ্জিবে যে সাধনায়—লভিবে শকতি!

দুর্গা। সাধনা—সম্মুখ রণে ভেটি শত্রু সম?

মহা। শত্রুভাবে সাধনায় তূর্ণ সিদ্ধি লাভ!
কেবা শত্রু, কেবা মিত্র—কহ শঙ্করের?
নররূপে বাহুযুদ্ধে ভেটিব পার্থেরে!
শক্তির পরীক্ষা চাহি নিতে অর্জ্জুনের—
পাশুপত ধারণের যোগ্যতা কেমন!
মহারৌদ্র কালরূপী অস্ত্র পাশুপত
রুদ্রসম তেজীয়ান যে নহে পুরুষ—
ভস্মসাৎ স্পর্শমাত্রে করিবে তাহারে!

দুর্গা। ওই আসে সব্যসাচি উন্মাদের মত!

মহা। আসে বীর কৃষ্ণ সখা, করি আশীর্ব্বাদ—
অদম্য পুরুষকারে হোক্ সর্ব্বজয়ী!
এস দুর্গে—যাই অন্তরালে! (প্রস্থান)

(অর্জ্জুন, মন্দিরা ও জম্ভকের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। অদূরে না শুনি আর মুরলী নিঃস্বন—
ধবল তুষার পূর্ণ মহাগিরিশিরে
নীলাকাশ ভেদ করি উঠে ঊর্দ্ধপানে—
অনুমানি দেব-আত্মা পর্ব্বত কৈলাস।
রহ বীর জম্ভক হেথায়।
মন্দিরা—হেথায় রও মম প্রতীক্ষায়।
দুইদিন মধ্যে যদি না ফেরে অর্জ্জুন—
নৈমিষ অরণ্য বাসে ধর্ম্মরাজ পাশে—
কহিও বারতা নাহি ফিরেছে অর্জ্জুন।
যাই— যাই—বালা হে যে যায়—
শচীর কাতর অশ্রু বহে দুনয়নে—
প্রণমি তোমারে গিরি—তব বক্ষ উঠি
করিব সন্ধান শিবে— ক্ষম অপরাধ।
— একি —পুনঃ কি হেতু মন্দিরা —
অগ্রসর মোর সনে গিরি আরোহণে ?

মন্দিরা। ধর্ম্মতরে ধর্ম্মযুদ্ধে আগুয়ান তুমি—
সহধর্ম্মিণীর স্থান পার্শ্বে তব স্বামি।

অর্জ্জুন। জয়ে কিম্বা পরাজয়ে, জীবনে মরণে—
রহ তবে পার্শ্বে মোর জীবন সঙ্গিনি।
বিদায় জম্ভক বীর। রহ প্রতীক্ষায়—

(অর্জ্জুন ও মন্দিরা পর্ব্বতারোহণ করিতে লাগিলেন)

জম্ভক। মহাকাল জয় করি ফিরে এস বীর—
ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হ'ক তব অস্ত্রবলে।

(অন্তরালে প্রস্থান

(পর্ব্বত-শিখরে নন্দীর আবির্ভাব)

নন্দী। কে তুই মানব ক্ষুদ্র - কৈলাস ভবনে ?
মৃত্যু বাঞ্ছা অনুমানি তোর !

অর্জ্জুন। কে মহা ভৈরব মূর্ত্তি—জ্বলন্ত নয়ন—
কোথা শিব মৃত্যুঞ্জয় ? ভেটিতে তাঁহারে
আগমন—নাম মম পাণ্ডব অর্জ্জুন।

নন্দী। আমি নন্দী—শিবচর ! শিবের আদেশে
কৈলাসে পশিতে নারে দেব দৈত্য কেহ !
নরদেহে নীলকণ্ঠে ভেটিবি মানব —
বাখানি সাহস তোর। না করিব নাশ।
যা ফিরে ধরার বুকে—ধরার সন্তান !
সপ্তজন্ম তপস্যায় করি দেহ পাত—
মিলিলে মিলিতে পারে শিবের সাক্ষাৎ।

অর্জ্জুন। সপ্তদিন মধ্যে মাত্র বাকী দুই দিন--
না সহে বিলম্ব নন্দী। ত্বরা মোরে পথ -
নতুবা গাণ্ডীবে শর করিব যোজন—
এর বলে নরসনে - [illegible] অনুচর। (শর [illegible])

(নন্দীর অন্তর্দ্ধান)

অর্জ্জুন। একি কোথা নন্দীবর।

(বীরভদ্রের আবির্ভাব)

অর্জ্জুন। একি হেরি। রক্তজট জ্বলে [illegible] —
ভয়ানক পরম মূর্ত্তি, কে তুমি কহ -
ভ্রূকুটী কুটিল নেত্রে - [illegible] ভূত।

বীর। আমি বীর বীরভদ্র পাণ্ডব অর্জ্জুন।
নারিবে পশিতে উর্দ্ধে—নিবৃত্ত হরায় !

অর্জ্জুন। শিবজটাজাত বীর প্রমথ-নায়ক।
নরের প্রণাম লহ—ত্যজ মোর পথ—
শঙ্করে ভেটিব ত্বরা, কাল ব'য়ে যায়।

বীর। কাল নাহি যায় ব'য়ে—সমাগত কাল
কালরূপী এই গদা কালের আলয়ে—
প্রেরিবে তোমারে মতিহীন।

অর্জ্জুন। ধর অঙ্গে অর্জ্জুনের নিশিত সায়ক
উগারি রুধির বীর যাও শিব পাশে
কহ বার্ত্তা আসে পার্থ— নমিতে শঙ্করে।

(শরনিক্ষেপণ ও বীরভদ্রের অন্তর্দ্ধান)

শৈবমায়া মুহূর্ত্তেকে হ'ল অন্তর্দ্ধান।
নিতান্ত নগণ্য নর চিন্তিলা শঙ্কর
অর্জ্জুনেরে। নহে কেন ক্ষুদ্র [illegible]
দম্ভভরে রোধে [illegible]
ক্ষুদ্র নর সত্য [illegible]
বিরাজিত [illegible] বিশ্বদেব [illegible]
এস— এস —ঊর্দ্ধপানে মন্দির [illegible]।

(উভয়ে [illegible] আরোহণ)

মন্দিরা। অকস্মাৎ দীপ্তরবি নিভিল আঁধারে—
মহাঘোর অট্টহাসে ব্যোম পূর্ণ করে।
সব্যসাচি—খড়্গ কর কে ভীমা রমণী?

অর্জ্জুন। এলোকেশী ত্রিনয়নী নৃমুণ্ডমালিনী
লোলজিহ্বা মহামেঘবরণা ভৈরবী -
দিগম্বরা ভয়ঙ্করা রক্তত্বধাতুরা
কালরাত্রিরূপা কালী উদিল সংগ্রামে।

মৃত্যুপণ করি রণে আগুয়ান যবে—
না ডরি তোমারে মাতা অসুরমর্দ্দিনী !
পার্থের প্রণাম লহ, ত্যজ মোর পথ—
নতুবা গাণ্ডীবে শর যুড়িনু জননী !

কালী। অভাগ্য মানব !
গাণ্ডীবে হানিবি শর অঙ্গে কালিকার !
ফিরে যা ত্বরায় মূঢ় ত্যজিয়া কৈলাস—
নতুবা হইবি দগ্ধ প্রলয় অনলে !

অর্জ্জুন। মৃত্যুপণ—বাহুড়িয়া না যাব ধরায়,
না লভিয়া পাশুপত শঙ্করের পাশে !

কালী। মৃত্যু পণ ? মৃত্যু তবে লহ রে মানব—
ত্রিনেত্রের উগ্র অগ্নি—দহ অর্জ্জুনেরে !

(কালীর ত্রিনেত্র হইতে অগ্নি নির্গত হইল)

মন্দিরা। প্রদীপ্ত অনল শিখা করিল বেষ্টন—
আর্য্যপত্র ! দেহ দগ্ধ— মরিনু জ্বলিয়া ! (পতন)

অর্জ্জুন। মন্দিরা—মন্দিরা ! রহ—অগ্নি নিবারিব !
রোষবহ্নি কালিকার সর্ব্ব অঙ্গ দাহে—
অস্ত্রমন্ত্র বিস্মরণ হই যাতনায় !
তিষ্ঠ—তিষ্ঠ—রে নিষ্ঠুরা ! কৃষ্ণ নাম স্মরি,
মাতৃ-অস্ত্র নিক্ষেপিনু প্রলয় অনলে—
জগন্মাতা আবির্ভূতা হও অগ্নিমাঝে !

(কালী দুর্গারূপে পরিবর্ত্তিতা হইলেন)

দুর্গা। সংহরিনু রোষ বহ্নি—হে বীর সাধক !
পথ মুক্ত কৈলাসের—ভেট ধূর্জ্জটীরে !

(অন্তর্দ্ধান)

অর্জ্জুন। মন্দিরা! মন্দিরা! একি! হারালে চেতন?
কাল ব'য়ে যায় সাধ্বি! নারি বিলম্বিতে!
রহ প্রিয়ে ভূশয্যায় কৈলাসের বুকে—
যদ্যপি জীবন্তে ফিরি পাশুপত করে,
তখন করিব সেবা বাঁচাতে তোমারে।

(ঊর্দ্ধে আরোহণ)

কই কোথা? নিস্তরঙ্গ সিন্ধুর মতন
অঙ্গ ঢালি মহাগিরি আলসে ঘুমায়।
কোথায় শঙ্কর দেখা দাও পাণ্ডবেরে—
চাহি অস্ত্র পাশুপত অথবা মরণ।
কোথায় ধূর্জ্জটী শিব—প্রভু মৃত্যুঞ্জয়!
দেখা দাও করুণায়—দাও পাশুপত।
নীরব নিথর গিরি! শুধু প্রতিধ্বনি
ব্যঙ্গভরে ঊর্দ্ধে তুলি মম আর্ত্তস্বর
অসহায় শিশুসম ফেলে আছাড়িয়া!
হে শঙ্কর! অর্জ্জুনেরে নারিবে ছলিতে—
—কোথা আছ লুক্কায়িত—হও আবির্ভাব।
মৃত্যুপণ করি করে ধরিয়া গাণ্ডীব—
আসিয়াছি লুণ্ঠিবারে শক্তির ভাণ্ডার।
শক্তি চাই—কিংবা মৃত্যু—দাও যাহা রুচি!
মহাকাল! দাও দেখা! লুকালে কোথায়?
পাতি পাতি করি খুঁজি ফিরিব কৈলাসে,
কোথা শিব—এস রণে—কাল বয়ে যায়!

(দ্রুত প্রস্থান)

(কিরাতরূপী মহাদেবের প্রবেশ)

কিরাত। আরে—আরে—তুই ত বড়ি পালোয়ান আছিস্ রে! সমুচায় পাহাড়টা নাড়া দিলি—যেন ছেলিয়ার লাটু রে। তুই থামেক্ রে পালোয়ান—থামেক—থামেক। হামি হাতী শীকার করব পালোয়ান। তুই পাহাড় নাড়া দিলে সব হাতী ভাগবে রে পালোয়ান সব হাতী ভাগবে।

অর্জ্জুন। কিরাত। কিরাত তুমি? শুভ্রোন্নত বপু—
রজত ভূধর সম, বাঘাম্বর পরা—
তুমি কি শঙ্কর নহ বিরাট পুরুষ?

কিরাত। শঙ্কর? শঙ্কর কোন্ আছে রে? ছেলিয়া বয়েস থেকে এ পাহাড়ে শীকার করি—হাতী মারি, সিঙ্গী মারি, বাঘা মারি, শঙ্কর হিয়াকে কে আছে রে? তোর শঙ্কর উঙ্কর চিনি না রে পালোয়ান—তুই পাহাড় নাড়া দিবি না, হামার শীকার মাটী হোবে!

অর্জ্জুন। হে কিরাত—বাক্য তব নারিব পালিতে।
শঙ্করে চাহিয়া ফিরি বিজন কৈলাসে
দেখা নাহি দিলা শম্ভু—তেই ভাবি মনে—
উপাড়ি সমুদ্র গর্ভে করিব নিক্ষেপ—
দেখি দেখা পাই কিনা প্রভু শঙ্করের!

কিরাত। পাহাড় সাগরে ফেক্ দিবি? তবে হামার শীকার হোবে কোথায়? তুই ভাগ্ পালোয়ান! তুই বাউরা আছিস্! পাহাড় আছে হামার—হামি শীকার করব! তোর শঙ্করকে ঢুড়বি ঢোড়—পাহাড়ে পাহাড়ে জনম ভোর ঢোড়! কিন্তু পালোয়ান! পাহাড়ে নাড়া দিবি ত ভালাই হবেক না—গদ্দানটা ধরব আর সমুন্দুরে ফেক্ দেব!

অর্জ্জুন। কাল বয়ে যায়,—কাল ব'য়ে যায়—
দুর্ব্বিনীত রে কিরাত! পালাও ত্বরায়!
এইবার মহাগিরি মহাসিন্ধু জলে— (গিরি উত্তোলন)

কিরাত। তবে সমুদ্দুর তোরেই ধরে দি পালোয়ান। (অর্জ্জুনকে ধরিয়া) তুই যখন যাত্ শুন্‌বি না, তখন তোরেই ফেক্ দি—

অর্জ্জুন। কিরাত দুর্ব্বল নহে মহা শক্তিধর—
ছদ্মবেশী শিবচর হবে অনুমানি—
রুদ্রবলে অঙ্গ মোর করেছে বারণ।
ঘটিল প্রবল বিঘ্ন, কাল বয়ে যায়—
রে কিরাত। মৃত্যু তবে লহ পার্থ করে।

(ধনুঃশর গ্রহণ)

কিরাত। এই তুই পালোয়ান আছিস্? আরে ছোঃ ছোঃ ছোঃ—একটা কিরাতের সঙ্গে হাতাহাতি লড়তে পারলি না? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, আরে—তার ধনুক থাক্‌লে তো ডেকায় হাতা মারে।

অর্জ্জুন। নিরস্ত্র কিরাতে বিধি নিশিত শরকে
সত্য সত্য যদি যুদ্ধ করিব কেমনে?
রে কিরাত—বাহুযুদ্ধে হও আগুয়ান—

(ধনুঃশর ত্যাগে)

কিরাত। রে রে রে রে—(অর্জ্জুনকে আক্রমণ)

অর্জ্জুন। বিশ্বত্রব মূর্ত্তি হেরি অজ্ঞাত কিরাতে—
কৈলাস পর্ব্বত যেন ধরি উল্লম্ফন
আগমিল শক্তি মোর করিতে হরণ
দেব-নরে কেন বাষ্য হোর নাই কভু-
বৃকোদর, দুর্য্যোধন, জরাসন্ধ বীর
নগণ্য বালক সম কিরাতের পাশে।

কিরাত। বল—হেরাসিয়ে দি—হাট মেনে ধরে যা। শঙ্করাকে ছুড়বি? কিরাতের পালোয়ানা একবার দেখ—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ

অর্জ্জুন। কিরাত- কিরা নয় অজ্ঞাত পুরুষ

অর্জ্জুনের বাহু যুদ্ধে রহিবে অটল—
এমন কিরাত বিশ্বে লভে নি জনম!
ছদ্মবেশী শিবচর কিম্বা তুমি শিব—
অর্জ্জুনের আবাহনে সমরে উদয়!
যে হও সে হও তুমি না পাবে নিস্তার—
কৃষ্ণ-সখা অর্জ্জুনের মহাভুজপাশে
অমর না হও যদি লভিবে মরণ!　　　(উভয়ে বাহু যুদ্ধ)

দৃশ্যান্তর

দৈত্যপুর—কবচ ও শচী।

কবচ। পূর্ণ সপ্ত অহোরাত্র—শচী দেবেন্দ্রাণি।
উদাসীন বাসব কি তোমার বন্ধনে!
দৈত্যভয়ে পাণ্ডু-পুত্র লুক্কায়িত বনে—
সপ্তলোকে কেহ নাই তুলিতে অঙ্গুলি—
কবচ-কবল হ'তে রক্ষিতে তোমারে।
নির্ব্বতি তোমার শচী দৈত্য গৃহবাস!

শচী। শচীর নিয়তি দৈত্য শচীর অধীন।
বিশ্ব যদি ধর্ম্মহীন—সতীর সম্ভ্রম
বিশ্ব নিয়ন্তার নেত্রে তুচ্ছ যদি এত—
ধর্ম্মহীন বিশ্ব ত্যজি আত্মা ইন্দ্রাণীর
ব্যোমপথে দীপ্যমান জ্যোতির্ব্বলোকে—
মহাজ্যোতি পারাবারে হউক বিলীন!
প্রাণশক্তি—ত্যজ তনু, ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদি
আরোহণ কর শূন্যে! সপ্তদিবা নিশি
তপস্যা হইল ব্যর্থ—ব্যর্থ আরাধনা—
সতীর হউক লোপ বিশ্ব বক্ষ হ'তে—

সতীহীন ধর্ম্মহীন দেবতাবিহীন
হ'ক সৃষ্টি হ'ক লোপ, চির কল্পতরে ! —

নেপথ্যে অর্জ্জুন। মাভৈঃ, মাভৈঃ মাতঃ শচী সুরেশ্বরি !

শচী। কে ডাকে আমারে পুনঃ দূর শূন্য হ'তে—
মাভৈঃ—মাভৈঃ রবে মেঘমন্দ্রস্বরে ?
তিষ্ঠ নিমেষ কাল—হে অদৃশ্য বীর !
শত সূর্য্যতেজে তব হউক প্রকাশ !

কবচ। কে অদ্ভুত মূর্ত্তি—কোদণ্ডে ভয়াল
প্রলয়াগ্নিশিখা জাগে পাশব্রহ্মরূপে ?
অর্জ্জুন — অর্জ্জুন তুমি ? কিবা অস্ত্র ওই ?

(অর্জ্জুন ও নন্দীর প্রবেশ)

অর্জ্জুন। সতীর প্রাণের তরে, নাশিতে দুষ্কৃতে,
ধর্ম্মসংস্থাপন তরে আদি প্রহরণ
পাশুপত আবির্ভূত হের দৈত্যপতি —
শিববরে দান নর অর্জ্জুনের করে !

কবচ। হা—শূল—শিবদত্ত মহাশূল মোর !

(শূলের আবির্ভাব, শূল অর্জ্জুনের প্রতি ধাবিত হইল)

(মহাদেবের আবির্ভাব)

মহাদেব। নিবর্ত্ত শঙ্করশূল—শঙ্করের করে—
দৈত্যের নিয়তি পূর্ণ হো'ক পাশুপতে ! (শূল ধারণ)

(অর্জ্জুন-নিক্ষিপ্ত পাশুপতে বিদ্ধ হইয়া কবচের পতন)

(কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। জগতেক ধর্ম্মবীর—জয়তু অর্জ্জুন !
লীলা শেষ—পাশুপত কর সম্বরণ ।
মহাদেব ! নারায়ণে দেহ আলিঙ্গন !

—যবনিকা—